www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৮ পৌষ – ৫ মাঘ, ১৪২৪ ঃ ১৩ জানুয়ারি – ১৯ জানুয়ারি, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 13, 13 January - 19 January, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারতীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থানে রাজনীতির গুঁতোয় লুটোপুটি খেল নারীর অধিকার। বিবাহিত মুসলিম মহিলাদের

অধিকার অর্জন আটকে গেল শাসক–বিরোধী দড়ি টানাটানিতে। মহিলাদের পুরুষের সমান স্থান চেয়ে জনসভায় যারা গরম গরম বুলি আওড়ায়ননারীর অধিকার পাওয়া আটকে দিয়ে কি উল্লাস সেই রাজনৈতিক নেতাদের । এতে নাকি ভোট পাওয়া যায়। ছিঃ।

রবিবার : সারা শরীরে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির কালি–ঝুলি মেখে

বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা দিয়ে সাড়ে তিন বছরের জন্য জেলের ঘানি টানতে গেলেন। তবে ভোটের লোভে বন্ধু হারাননি লালু। এখনও সঙ্গে আছেন রাহুল, মমতা দুজনেই।

সোমবার : নিজের মতো করে কাজ করতে পারছিলেন না বলে

বাংলা আকাদেমির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন শাঁওলী মিত্র। মমতার আকাশ থেকে খসে পড়ল আরও এক নক্ষত্র।

মঙ্গলবার : ইলিশ রফতানির উপর ২০১২ সালে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বাংলাদেশ সরকার।

হাসিনা সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা এবার তুলে নিচ্ছে বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী। তবে আমদানিকারীরা বলছেন না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

বুধবার : এইচ ১বি ভিসার নিয়ম বদলাচ্ছে না আমেরিকা সরকার। এই খবরে বেজায় খুশি

আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয়রা। তবে ট্রাম্প প্রশাসন এখনও মার্কিন নাগরিকদের নিয়োগের নীতিতে অনড়।

বৃহস্পতিবার : আধারের তথ্য ফাঁস নিয়ে শোরগোলের পরে

কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল এবার থেকে আধার নম্বর নয়, মিলবে ১৬ অঙ্কের ভার্চুয়াল আইডি। তাই দিয়েই চলবে যাবতীয় কাজ।

শুক্রবার : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পর ফের বাংলার

আরও এক মুখ্যমন্ত্রীকে ডিলিট প্রদান করল ঐতিহাসিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও তাঁর ডিলিট পাওয়া নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনায় তিনি যে যথেষ্ট ব্যথিত তা স্বীকার করেন মমতা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ইংরেজ যা পেরেছে গণতান্ত্রিক ভারত তা পারে না

পর্দার পিছনে তিন তালাক বিরোধী রাজনীতির নয়া মৌচাক

পার্থসারথি গুহ

২০১৪ তে মোদী সরকার দিল্লির গদিতে আসীন হওয়ার পর থেকে নোটবন্দির মতো বহু দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যা কিছু মানুষের সমালোচনার মুখে পড়লেও আম দেশবাসীর যে বেশ পছন্দ হয়েছে তা বোঝা যায় তাঁদের বহিপ্রকাশে। বলাবাহুল্য, আগের 'ঠুঁটো' সরকারের চেয়ে এ সরকার যে অনেক বেশি উদ্যমী ও বলিষ্ঠ তাও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়। হালফিলে অবশ্য মোদী সরকারের 'তিন–তালাক' বিরোধী আইন সারা দেশে গ্রহণযোগ্য হয়েছে আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে। এমনকি যাঁদের জন্য এই উদ্যোগ সেই মুসলিম রমনীরা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন এই দুর্দান্ত পদক্ষেপকে। অথচ এর মধ্যেও শুধুমাত্র সংকীর্ণ রাজনীতির

ভেলায় ভেসে থাকার জন্য বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ও তাঁদের নেতানেত্রীরা এর বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেছেন।

দুঃখের বিষয় তাতে সামিল হয়েছেন প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল ও তার সর্বোচ্চ নেতৃত্বও। আসলে এ রাজ্যে সংখ্যালঘুদের (এখানে একটি সম্প্রদায়কেই বোঝানো হচ্ছে) ভোট বজায় রাখার জন্য রামমোহন–বিদ্যাসাগর–বিবেকানন্দের মতো সমাজ সংস্কারকদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনছে না শাসক শিবিরের নেতানেত্রীরা। ইতিহাস বলছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর যখন সতীদাহ বা বালবিধবা বিবাহ মতো কুসংস্কারকে বন্ধ করবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন ব্রিটিশরা কিন্তু আইন করেই তা বন্ধ করেছিলেন। তালিবানি তিন তালাক নীতি বাতিলের যে সিদ্ধান্ত সাদা চোখে এ যুগের অন্যতম সেরা পদক্ষেপ বলে ধরা হচ্ছে তাকেও ভোটের রাজনীতির রঙিন চশমা পরে বেমালুম উড়িয়ে দিচ্ছে ঘাসফুল ব্রিগেড। তারা একটা জিনিস বুঝছেন না, রাজনীতি করতে গিয়ে সত্যিটাকে অস্বীকার করলে তার ফল বর্তায় পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলা পূর্বসূরীদের জন্য তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন আজকের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। তিন তালাকের বিরোধিতায় সামিল না এভাবেই এক যুগান্তকারী ভুল করছে তৃণমূল ও এদেশের বেশ কিছু রাজনৈতিক দল।

এরপর পাঁচের পাতায়

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

শ্রেণিবিভক্ত বঙ্গ শিক্ষা

বাংলার গদিতে তখন রাশিয়া–চিনের সমাজতান্ত্রিক মোহে আচ্ছন্ন বামফ্রন্ট সরকার। লাল নেতারা স্বপ্ন দেখাচ্ছেন খাওয়া–থাকা–পরা–শিক্ষা–চাকরি সব দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শুরু হয়ে গেল একের পর এক বিনা পয়সার কর্মসূচি। সব চেয়ে বড় পরিবর্তন এল শিক্ষা ক্ষেত্রে। চালু হল বিনা পয়সার শিক্ষাদান। বিদ্যালয় চালানো, শিক্ষক–শিক্ষাকর্মীদের বেতন সবই দেবে সরকার। বাম শিক্ষক সংগঠনের জয়জয়কার। চারিদিকে রব উঠল বাংলার সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বামফ্রন্ট সরকার ভবিষ্যত ভারতের মডেল হয়ে উঠবে। এমনই এক আবহে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন এক প্রধান শিক্ষিকা আফশোস করে বলেছিলেন, যাঃ শিক্ষার বুনিয়াদটাই ভেঙে গেল। একদিকে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে বিদ্যালয়গুলি অর্থাভাবে ভুগবে আর অন্যদিকে অগণিত মাঝারি মাপের স্কুলগুলি থেকে শিক্ষার মূল ভরকেন্দ্র মধ্যবিত্ত বিদায় নেবে। বিনাপয়সা শিক্ষার সুযোগে এইসব স্কুলগুলিতে শুধু ছাপের আশায় প্রবেশ করবে এমন শ্রেণি যাদের সঙ্গে আবার সুনাগরিকের সম্পর্ক থাকবে না। ফলে শিক্ষকরা আগ্রহ হারিয়ে নিছক চাকরিজীবী হয়ে উঠবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা তার ঔজ্জ্বল্য হারাবে। তখন মাতৃস্থানীয়া ওই শিক্ষিকার কথা শুনে ভেবেছিলাম, ভদ্রমহিলা বামপন্থী হয়েও এমন প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা করছেন নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধী থেকে। আজ বুঝতে পারছি ভদ্রমহিলা শুধু একজন নিছক শিক্ষিকা ছিলেন না, ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন শিক্ষানুরাগী।

কিন্তু কে শুনবে এইসব শিক্ষানুরাগীর কথা। প্রগতিশীল সর্বহারার বন্ধু বামফ্রন্ট নিজেদের কুক্ষিগত শিক্ষা, শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের কাজে লাগিয়ে ইংরেজি তুলে দেওয়া, পাশ ফেল প্রথা বিলোপ, নিজেদের মনোনীত পরিচালন সমিতির মতো একের পর এক রাজনৈতিক আঘাত নিজেদের ফায়দা তুলেছে আর ফেলে গেছে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে শিক্ষা। যার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তৃণমূল সরকার। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র শুধুই রাজনীতি। পড়াশুনো শিকেয় তুলে পড়ুয়া ও শিক্ষক–শিক্ষিকারা মেতে রয়েছেন গোষ্ঠী রাজনীতিতে। বামেদের গভীর শিক্ষা রাজনীতির দুর্গন্ধময় এই পুকুরে হাবুডুবু খাচ্ছে তৃণমূল। অনলাইনে ভর্তি, স্কুল পরিচালন কমিটিতে প্রতিনিধির প্রবেশ নিষিদ্ধ, অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন, শিক্ষকদের উপর নানা নিষেধাজ্ঞার মত কড়া ওষুধ প্রয়োগেও শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতাকে বাগে আনতে ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী। তাঁরই দলের নেতা–মন্ত্রী ও তাদের দলবল রোজই রক্তাক্ত করছে বাংলার শিক্ষাকে।

কং–বাম–তৃণমূলের শিক্ষা রাজনীতির বদান্যতায় অগ্রগণ্য বাংলার শিক্ষা আজ ব্রাত্য। একদিকে বিনাপয়সার ইংরেজি হীন পাশ–ফেল বর্জিত সরকারি শিক্ষা তৈরি করে দিচ্ছে শোষিতের দল যারা কোনওদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, ধুঁকে ধুঁকে জীবন ধারণ করবে। অন্যদিকে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা জন্ম দিচ্ছে শোষকের। শ্রেণি বিভক্ত শিক্ষায় বিদীর্ণ বাংলার জন্য সামনে অপেক্ষা করছে এমন এক অদূর ভবিষ্যত যেখানে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে বাঙালির সংখ্যা শূন্য হয়ে যাবে। বাঙালি বাঁচবে অন্যের সিদ্ধান্তে। এ রাজ্যের শিক্ষাবিদ–বুদ্ধিজীবীদের এবার বোধহয় ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে। এখনও জেগে না উঠলে মেধা হারিয়ে মানব সম্পদের অভাবে আস্তাকুঁড়ের মাঝে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হবে বাংলা।

অশুভ শক্তির চক্রান্তে পৌষালি মেলা বন্ধ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : কর্মসংস্থানের অভাব বা বেকারত্ব একটি জাতীয় সমস্যা। স্বাধীনতার পর থেকেই এই সমস্যার সূচনা হলেও, কার্যত পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে শুরু করে বামফ্রন্টের আমল থেকেই। কারণ রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যেমন বাড়তে থাকে শিক্ষিতের হার, তেমনই কমতে থাকে কর্মসংস্থানের পরিক্ষেত্র। ফলে বৃদ্ধি পেতে থাকে বেকারত্বের সংখ্যা। একারণে বিগত বামফ্রন্ট সরকার সমবায় পরিক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সূচনা করে বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পের। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করার লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ করেন। তিনি সেল্ফ হেল্প গ্রুপ বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং মেলা ও উৎসবকে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব দেন। এমনকি এসব ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথাও ঘোষণা করেন। এ সত্ত্বেও উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতে পাইওনিয়ার সেল্ফ হেল্প গ্রুপ পরিচালিত পাইওনিয়ার পার্কের মাঠে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে চলা 'পৌষালি মেলা'টি এবছর বন্ধ হয়ে গেল কোনও অজ্ঞাত কারণে। সাধারণত এই জাতীয় মেলার দুটি দিক থাকে। একটি সমাজসেবা ও অন্যটি প্রতিভা বিকাশের সুযোগ। এছাড়া প্রধান যে বিষয়টি থাকে তা হল বেশ কিছু মানুষের রুটি–রুজির সংস্থান। বিভিন্ন মেলাকে নির্ভর করে অনেকের জীবিকা নির্বাহ হয়। এহেন এই মেলাটি হঠাৎ করে এবছর বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় মানুষের মনে নানান প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাইওনিয়ার পৌষালি মেলা কমিটির প্রতিষ্ঠান সম্পাদক রাজদীপ দাস (টুকাই) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ২০০৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর সেক্রেটারি ওরিয়েন্টেড হিসেবে মোট ৫ জন বেকার যুবক মিলে এই মেলাটির সূচনা করেন। এই পাঁচ জনের অন্যরা হলেন অলিপ দত্ত (লাল্টু), অমিতাভ দত্ত (সিন্টু), প্রণব পাল ও পার্থ সেন। পাঁচ জন দিয়ে শুরু হলেও কয়েক বছর পর কমিটি থেকে বেরিয়ে যান প্রণব। ফলে বাকি চার জনে মিলেই মেলাটি পরিচালনা করতে থাকেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় আঠারো দিন মেলাটি চললেও পরবর্তীতে প্রায় দশদিন ব্যাপী চলা নির্দিষ্ট হয়। তিনি আরও জানান, প্রথম বছরে মাত্র ৬টি স্টল দিয়ে এই মেলার পথচলা শুরু হয়। সেই বছরই ২৬ ডিসেম্বর সুনামি হয়। সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লোকসানের মধ্যে দাঁড়িয়েও তাদের মেলা কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেড় হাজার টাকা দান করা হয়। বলেন, 'মাত্র ছ'টি স্টল দিয়ে যাত্রা শুরু হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ

পার্থ ঘোষ, বারাসত : এমনিতেই সীমান্তবর্তী জেলা হিসাবে উত্তর ২৪ পরগনা সবসময়ই অতি স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তারপর সামনে প্রজাতন্ত্র দিবস। নাশকতার আগাম আভাসে সদা তৎপর থাকে জেলা পুলিশ প্রশাসন। স্বভাবতই পুলিশের এই সাফল্যকে জঙ্গি নাশকতা ছক বানচালের উল্লেখযোগ্য দিক হিসাবে দেখা হচ্ছে বলে আধিকারিক সূত্রে খবর। জেলার বিভিন্ন প্রবেশ পথগুলিকে অনেকদিন আগেই কড়া নজরে রাখা হচ্ছিল। তারপর

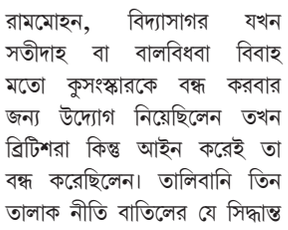

বসিরহাট থেকে বেআইনি অস্ত্র সরবরাহকারী তথা জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগকারী হিসাবে নাম উঠে আসে মনোতোষ দের নাম। তাকে গ্রেফতার করেছিল গোয়েন্দা পুলিশ। এরপর বাদুড়িয়া–বসিরহাট এলাকাতে পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ দাঁত কামড়ে পড়েছিল, মঙ্গলবার ফের সাফল্য। এবার ঘটনাস্থল অশোকনগর থানার সেনডাঙা পুমলিয়া গ্রাম। খরিদ্দার সেজে অভিযান চালিয়ে পুলিশ আমবাগানের মধ্যে অস্থায়ী ওই কারখানার হদিশ পান এবং তার মধ্য থেকে লেদ মেশিন, কার্তার মেশিন ইলেকট্রনিক কাটার অস্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত মেশিন ও যন্ত্রাংশ তৈরি হয়। সেই সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কাঁচামালও উদ্ধার করা হয়েছে। চারিদিকে ঘনজনবসতি মাঝে বিশাল আমবাগান ঘেরা অঞ্চল। সেই আমবাগানের মধ্যে মেশিন বসিয়ে অস্ত্র তৈরি করা হত। মেশিনের আওয়াজ ঢাকা দেওয়ার জন্য গানও বাজানো হত। মঙ্গলবার রাতে অশোকনগর থানার পুলিশ, ওই কারখানা থেকে ৯টি বন্দুক ও নানা সরঞ্জাম সহ সুদাম মজুমদার ও মানিক ঘোষ নামে দুজনকে গ্রেফতার করে। বুধবার ধৃতদের বারাসত আদালতে, তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুদাম মজুমদার এই অস্ত্র কারখানার মালিক। গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে ওই কারখানা থেকে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে। সেই মোতাবেক পুলিশ ওত পেতে মানিক ও সুদামকে ধরে ফেলে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান ''ধৃতদের পুলিশ হেফাজত নেওয়া হয়েছে। এবং এই অস্ত্র বাংলাদেশী সংগঠন জামাত–উল–মুজাহিদিনের কাছে সরবরাহ করা হয় কিনা সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চলছে জুয়া প্রশাসন উদাস

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ–প্রতি সপ্তাহের রবিবার ও মঙ্গলবার চলে মোরগ লড়াই। আর এই মোরগ লড়াই কে কেন্দ্র করে চলে ব্যাপক জুয়ার আসর। ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতের বড়িয়া পুকুর পাড়া। প্রকাশ্য জুয়ার আসরে খেলতে আসে বহু দুর–দুরান্ত এলাকার জুয়ারিরা। আর থাকে এলাকার শিশু,কিশোর সহ বড় বড় জুয়ারিরা খেলায় মত্ত থাকে। প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। বরং জুয়ার পরিধি ক্রমশ বাড়ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা সহ বিধায়কের। স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান আফতার মোল্লা বলেন, আমি জুয়ার ঘোর বিরোধী। আর জুয়া থেকেই এলাকায় অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়। পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার পর থেকে গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় সমস্ত জুয়া বন্ধ করেছি। যার ফলে এলাকার বেশকিছু মানুষজনের আমার প্রতি ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। এই জুয়ার ব্যাপারে একাধিক বার প্রশাসন কে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি।

অন্যদিকে গোসাবার বিধায়ক তথা বাসন্তীর ভূমিপুত্র জয়ন্ত নস্কর জুয়া খেলার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে বলেন, এলাকায় জুয়া খেলার ব্যাপারে আমি বাসন্তী থানার ওসি,ক্যানিং এসডিপিও কে একাধিকবার জানিয়েছি। প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়া চলে। এলাকার বাইরের লোকজন বাইকে করে এসে জুয়াখেলায় ভীড় জমায়। এই জুয়াকে কেন্দ্র করে যে কোন সময় বড় ধরনের অশান্তি ঘটতে পারে । প্রশাসন কে আগাম সতর্ক করেও কোনও ফল হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। এলাকায় জুয়া অবিলম্বে বন্ধ হোক। আর তা না হলে বাসন্তী ব্লক কোন দিনই ঠান্ডা হবে না। বরং বাড়বে দুষ্কৃতীর সংখ্যা,চুরি,ডাকাতি,রাজনৈতিক হানাহানি। এখন দেখার বিষয় এলাকা জুয়া মুক্ত করতে প্রশাসন কি ভূমিকা নেয়।

সাগরমেলা শুরু প্রস্তুত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাত পোহালেই মকর সংক্রান্তি। গঙ্গাসাগর মেলায় ভিনরাজ্যের পুণ্যার্থীরা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। কয়েকশো নাগাসন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী, সাধুরাও ইতিমধ্যে উপস্থিত। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড থেকে নিয়মিত আসা কিছু সাধু এবছরের ব্যবস্থা দেখে তাদের আশীষ প্রদান করছেন রাজ্যকে। রাজ্য ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন মাহেন্দ্রক্ষণের পুণ্যস্নানকে নির্বিঘ্ন করতে সবরকম প্রস্তুতির মহড়া চূড়ান্ত করে ফেলেছে। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। প্রশাসনকে ভাবাচ্ছে মুড়িগঙ্গার পলি এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি। যাতে নিশ্চিত বেগ পেতে হবে কারণ

জোয়ারের জল বাড়ার অপেক্ষায় বসে থাকতে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা।

কলকাতা থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত মুড়ে ফেলা হয়েছে কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। সম্প্রতি কলকাতার বাবুঘাটে বিবেক চেতনা উৎসবের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, গঙ্গাসাগর মেলার সময় কোনও কর্মসূচি নেওয়া হয় না, অথচ বিজেপি তাদের প্রস্তাবিত প্রতিরোধ সংকল্প অভিযান কর্মসূচি নিয়েছে। সূত্রের খবর ৩১ জানুয়ারি থেকে বিজেপির যুব মোর্চা মোটর সাইকেলে বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করে জনসংযোগ চালাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গঙ্গাসাগরে কিছু ঘটলে দায়ী থাকবে বিজেপি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর সাগর মেলায় গণ্ডগোল পাকাবার জন্য তৎপর আছে মৌলবাদী শক্তি। ধর্মীয় গুজব যাতে না ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সতর্কতা রয়েছে। প্রসঙ্গত পূর্ব ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ওই সব জেহাদি জঙ্গিদের আনাগোনা বেড়েছে। জঙ্গি হানার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না গোয়েন্দারা। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সংযোগ রেখে কাজ করছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

অজয়ের তীরে মকরসংক্রান্তির আগেই জমজমাট কেন্দুলি মেলা

কুনাল মালিক, বীরভূম : লাল মাটির দেশ বীরভূম জেলার কেন্দুলিতে অজয় নদীর তীর জুড়ে পৌষসংক্রন্তির দুদিন আগেই বাউল–সন্ন্যাসী ও কীর্তনীয়াদের ভিড়ে থিকথিক করছে। আগমন অর্থাৎ শনিবার জয়দেবের মেলায় আরও অনেক বাউল ও মনের মানুষজন উপস্থিত হবেন। ট্রেনপথে বোলপুর স্টেশনে নেমে বাস স্ট্যান্ড থেকে মানুষের গতিপথ ইউনেস্কো স্বীকৃত গীত গোবিন্দের রচয়িতা কবি জয়দেবের জন্মস্থান 'কেন্দুলি'র দিকেই।

তিনদিনের এই মেলায় বাউল গানে মুখর হয়ে উঠবে আখড়াগুলি। মেলা জুড়ে প্রায় ২৫০টি আখড়ায় বাউল শিল্পীরা আসর বসাবেন। বছর পাঁচেক আগে বাউলদের পাশাপাশি সারা রাজ্যের কীর্তন শিল্পীরাও জয়দেবের মেলায় আসছেন। এই মেলা থেকেই বিভিন্ন মহোৎসবের বায়না তারা পান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল প্রায় কোটি টাকার বায়না পান বিভিন্ন শিল্পীরা। এই কেন্দুলি মেলার প্রাণকেন্দ্র রাধা বিনোদ মন্দির। যেটা ১৬৮৩ সালে বর্ধমানের রাণী তৈরি করেছিলেন। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাস কবি জয়দেব মকর সংক্রান্তির

দিন অজয়নদীর কদম্বখন্ডি ঘাটে স্নান করেছিলেন। তাই সেই পুণ্যলগ্নে মেলায় আগত মানুষজন অজয় নদীতে পুণ্য স্নান করেন। মেলার তৃতীয় দিনে হরিনাম ও বাউল সমাবেশে নগর পরিক্রমা হয়। শেষ দিনের নাম 'ধুলাৎ' অর্থাৎ ধুলা খেলার দিন। চোখের জলে পরস্পরকে বিদায় দিয়ে আগামী বছর মেলায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতির দিন। মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে চোখে পড়ছে গ্রামীণ হস্তশিল্পের নানা কারুকার্য। মাছ ধরার হাতে বোনা জালও দেদার বিক্রি হচ্ছে।

১৯৮২ সাল থেকে বীরভূম জেলা প্রশাসন ও ইলামবাজার পঞ্চায়েত সমিতি মেলার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিয়েছে। পানীয় জল, যাত্রী শেড, স্যানিটেশন ও নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও হয়েছে।

ইলামবাজার ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক উৎপল পাটসা জানালেন, এবছর মেলাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার ব্যাপারেও পুলিশ প্রশাসন তৎপর থাকছে।

নিউ ইয়ার ধমাকা অব্যাহত শেয়ারবাজারে, সংশয় স্থায়িত্ব নিয়ে

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

অদ্ভুত একটা আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারে। একে অনেকে আবার 'নিউ ইয়ার সারপ্রাইজ' বলে অভিহিত করাও শুরু করেছেন। হচ্ছেটা কি একেবারে ওপরে থাকা অর্থবাজারের সূচক এতে কেমন যেন দোদুল্যমান হয়ে উঠছে। কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে বাজারের মতিগতি। সত্যি বলতে কী, যদি শেয়ার টেকনিক্যালসের ছাত্র হিসেবে এই বাজারকে বিচার করতে যান তবে মনে হবে কই খারাপ কিছু তো দেখা যাচ্ছে না। রোজ পালা করে সূচক নতুন নতুন উচ্চতা তৈরি করছে। বিশেষ করে নিফটি ১০,৬০০-র লকগেট পেরিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু মনে হচ্ছে ১৭-র ড্রিম রান এখনও শেষ হয়নি। অনেকটাই বাকি থেকে গিয়েছে। আবার উলটোদিক থেকে অপর একটা মন বলছে অন্য কথা। যার সারমর্ম হল, অনেক তো হল, এবার থামো। অর্থাৎ ২০১৭ তে যে বিশাল দৌড় নিফটি-সেনসেক্স দৌড়েছে তাতে ইতি টানার সময় হয়ে গিয়েছে। যুক্তির বাইরে গিয়ে এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে বহু লগ্নিকারী, মায় শেয়ার বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও। তাঁরা নিজ নিজ ক্লায়েন্টকে একটু সাবধানে ট্রেড করতে বলছেন। নতুন কোনও লগ্নিতে না গিয়ে, খুচখাচ বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে বলছেন। আসলে এই মুহূর্তে শুধু ভারত বলে নয়, আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাদের সূচকও রয়েছে সর্বকালের সেরার জায়গাতে। যার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হচ্ছে জাপানের অর্থবাজারের দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটিয়ে নিত্য-নতুন উচ্চতা গড়ে তোলার কথা।

যদিও দুনিয়া খ্যাত শেয়ার বিশারদ এজেন্সিগুলো এই মুহূর্তে ভারত সম্পর্কে খুব বুলিশ বা তেজিয়ান মনোভাব পোষণ করছে। তাঁদের মতে, নিফটি আগামী ৪-৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১৩-১৫ হাজারে চলে যেতে পারে। মোটের ওপর গুজরাটের সামান্য ধাক্কার পরেও সবাই ধরেই নিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থ বাজার এই মোদী-রাজ অব্যাহত থাকতে চলেছে সামনের লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতেও। সেক্ষেত্রে ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপি রাজ চলার প্রভূত সম্ভাবনা। আর এখন ২০১৮। অর্থাৎ সামনের এই ৫-৬ বছরের মধ্যে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে একটা অসম্ভব স্থিতিশীলতা চলে আসবে শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে। এর পিছনে আরও কয়েকটি উপাদান অবশ্য কাজ করছে। তার মধ্যে জিএসটি চালু হওয়া, ভালো বর্ষা, দেশি-বিদেশি ফান্ডগুলির ভারতের বাজারের প্রতি আস্থা পোষণ করা, নোটবন্দি পরবর্তী বেশ কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির তাক লাগানো ফলাফল করা, রাজ্যসভায় আগামী বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়া, মোদির সংস্কার রথ অব্যাহত থাকা, সুদের হার নিরন্তর কমতে থাকা ইত্যাদি এতগুলো ইতিবাচক খবর রয়েছে যা ভারতের বাজারকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পুরোদমে।

এর সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১-২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করতে শুরু করেছেন। তার সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে ভারতের শেয়ার বাজার জুড়ে ডোমেস্টিক বা দেশি ফান্ডের ক্রমবর্ধমান শক্তি বাড়িয়ে তোলা। গত এক বছর তো বিদেশিদের কার্যত সাইডলাইনে রেখে ভারতের অর্থ বাজারের ব্যাটন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে ডিআইআই বা মিউচুয়াল ফান্ডগুলি। এই কর্তৃত্ব খুব সহজে ডোমেস্টিকরা ছেড়ে দেবেন বলে মনেও হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত ফান্ড-এর জোগান অব্যাহত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় নিফটির পক্ষে ১২ হাজার ছুঁয়ে ফেলাও খুব একটা অসম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে। তবে কাজ করতে হবে কড়া স্টপ লস মেনেই।

রাজ্য পুলিশে ২২৫০ মহিলা কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২,৫৫০ জন মহিলা কনস্টেবল নেবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। হোম গার্ড পার্সোনাল, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সে কর্মরতরা শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য।

মোট শূন্যপদ : ২,৫৫০টি (সাধারণ ৭০৭, সাধারণ-ই সি ৬৯৬, তফসিলি জাতি ৩৭, তফসিলি জাতি-ই সি ৩১৮, তফসিলি উপজাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি-ই সি ৮৮, ও বি সি-এ ৩৬৯, ও বি সি-এ-ই সি ১৮৪, ও বি সি-বি ৪৮, ও বি সি-ই সি ৯০) ১-১-২০১৮ তারিখ অনুসারে সিভিল ভলান্টিয়ার ফোর্সে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের জন্য মোট শূন্যপদের মধ্যে যথাক্রমে ১০ শতাংশ (সিভিক ভলান্টিয়ার) এবং ১৫ শতাংশ শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। তাছাড়া প্রার্থীকে বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিভন্ন সাব-ডিভিশনের স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : অন্তত ১৬০ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। ওজন অন্তত ৪৯ কেজি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪৫ কেজি)।

বয়স : ১-১-২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। হোম গার্ড এবং ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্সে কর্মরতরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,৪০০-২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। মনে রাখবেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধু একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। এই পরীক্ষায় সফল হলে নেওয়া হবে ইন্টারভিউ। ফাইনাল পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে।

প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ (৫০ নম্বর), পাটিগণিত (৩০ নম্বর) এবং রিজনিং (২০ নম্বর) বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। দৈহিক মাপজোক যাচাইয়ের পরে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়।

কাজের খবর

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ফাইনাল পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ (২৫ নম্বর), ইংলিশ (২৫ নম্বর), এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স (২০ নম্বর) এবং রিজনিং অ্যান্ড লজিক্যাল অ্যানলিসিস (১৫ নম্বর) বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

লিখিত ফাইনাল পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের ডাকা হবে ইন্টারভিউয়ের (১৫ নম্বর) জন্য।

আবেদন করা যাবে অনলাইন-অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.policewb.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি। প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জেপিজি ফর্মাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর ১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (অবশ্যই সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে) এবং ১.৭×৯.২ সেমি মাপের সই (৫ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্তের ওপর অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর আছে কিনা দেখে নেবেন। দরখাস্তের বয়ান পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

এছাড়াও পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড স্বীকৃত সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইন বা অফলাইন দরখাস্ত করতে পারেন। ১০ টাকার বিনিময়ে দরখাস্তের ফর্ম ও নিয়মাবলী ডাউনলোড করে নিতে পারেন এইসব কেন্দ্র থেকে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১৭০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কেবল প্রসেসিং ফি বাবদ ২০ টাকা)। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ দিতে হবে অতিরিক্ত ৫ টাকা। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া হবে যাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ লাগবে। চালান ডাউনলোড করার ২টি কাজের দিনের পর ফি জমা দিতে হবে ইউ বি আই-এর যে-কোনও ব্রাঞ্চে। ফি জমা দেওয়ার পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ-ইনকরে সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। ফি জমা দেওয়ার পর চালানের তথ্য-সহ অনলাইন আবেদনপত্র সাবমিটের শেষ তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ই-পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত যে কোনও পোস্ট অফিসে, ইন্ডিয়া পোস্ট চালানের মাধ্যমে। ফি দিতে হবে West Bengal Police Recruitment Board-এর অনুকূলে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া রিসিপ্ট দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। এছাড়াও ডাউনলোড করে নেওয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। চালান ডাউনলোড করার ১টি কাজের দিনের পর ফি দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ফি জমা দিয়ে পাওয়া চালানের রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অংশটি দরখাস্তে সেঁটে দেবেন।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়ার নথি-সহ পূরণ করা হয়েছে ৩২×২২ সেমি মাপের খামে ভরে পাঠিয়ে দেবেন এই ঠিকানায় : Chairman, West Bengal Police Recruitment Board, Araksha Bhaban, 5th Floor, Block-DJ, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700 091, খামের ওপর NAME OF THE RECRUITMENT, NAME OF THE POST, APPLICATION SERIAL NO ' লিখে দেবেন। দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর এই নিয়োগের নাম (Recruitment to the post of Lady Constable in West Bengal Police, পদের নাম Lady Constable) এবং অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর লিখতেন।

অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিড কার্ড ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট তেকে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যে-কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে (শনিবার দুপুর ২টোর মধ্যে) যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৮০১৩০-৩৩৩০০/৮০১৩০-৩৩৩২২। ই-মেল করত পারেন এই ঠিকানায় : wbprbonline@aplythrunet.co.in

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০ জন ডেপুটি ম্যানেজার (ইন্টারন্যাল অডিট) নিয়োগ করবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা আবেদন করতে পারবেন। সি আই এস এ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। কোনও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মের হয়ে ব্যাঙ্কের স্ট্যাটুটরি বা ইন্টারনাল অথবা কনকারেন্ট অডিটের কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এম এস অফিস ব্যবহারে দক্ষতা থাকা দরকার। নিয়োগ হবে মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল-টুয়ে।

তফসিলি জাতি প্রার্থীদের জন্য ৭টি, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ৪টি, ও বি সিদের জন্য ১৩টি শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। এর মধ্যে অস্থি ও শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

৩০-৬-২০১৭ তারিখে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ও বি সিরা ১৩) বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষা এবং গ্রুপ ডিসকাশন বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন পরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন পরীক্ষায় টেস্ট অব রিজনিং, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ইংরেজি এবং পেশাদারি জ্ঞান যাচাইয়ের মোট ১৭০টি প্রশ্ন হবে। মোট ২২০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় দেড় ঘন্টা। অনলাইন পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি।

বেতনক্রম : ৩১,৭০৫-৪৫,৯৫০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে। ফি বাবদ অনলাইনেই জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে শুধু ইন্টিমেশন চার্জ বাবদ ১০০ টাকা) অনলাইন পরীক্ষার কললেটার ডাউনলোড করা যাবে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে।

অনলাইন দরখাস্তের লিঙ্ক ও দরখাস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে বিষদ তথ্য পাবেন এই দুই ওয়েবসাইটে : http://bank.sbi/careers, https://www.sbi.co.in/careers

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ জানুয়ারি – ১৯ জানুয়ারি, ২০১৮

মেষ : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ-প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ-ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর-স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

শব্দবার্তা ৬২

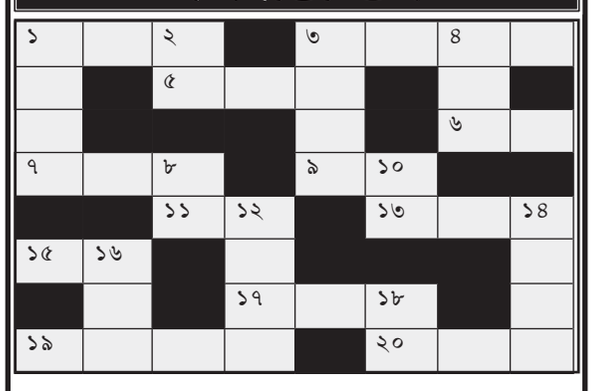

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কালমেঘের পাতা, জোয়ান প্রভৃতি মিশিয়ে প্রস্তুত শিশুদের ওষুধবিশেষ ৩। বুনো — ৫। ত্র্যশীতি ৬। খারিজ, বাতিল ৭। পানের খেত ৯। শলাকা, শূল ১১। বহনকারী ১৩। কথা শেখে এমন পাখি ১৫। গর্ত ১৭। আপাদমস্তক ঢাকা নারীর পোশাক ১৯। ফন্দি খাটানো ২০। পত্নী, স্ত্রী।

উপর-নীচ

১। শিশুকাল থেকে ২। শেষ, সমাপ্তি ৩। প্রভূত, অসংখ্য ৪। নিরুপায় ৮। এক ফুল ১০। বেশি নয় ১২। যে বহু বিভিন্ন বুলি বলে বা বলতে পারে ১৪। অতি অল্প পরিমাণ ১৬। পারদর্শিতা ১৮। ছাই, ভস্ম।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬১

পাশাপাশি : ১। সাড়ে বত্রিশ ভাজা ৪। ফল্গুন ৬। তান ৭। সাত ৮। মানে ৯। মন ১০। কানুন ১২। সংসার বন্ধন।

উপর-নীচ : ১। সাইক্লোন ২। বদলা ৩। শরাফত ৫। নন্দন ৬। তারকা ৮। মানতাসা ৯। মরূদ্যান ১১। স্বভাব।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**- বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**-কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**- মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **কল্যাণী**-গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**- খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**- দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**- রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

লরি ও বাইকের ধাক্কায় মৃত –২

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ নিয়ে যতই গান চলুক না কেন বা হোর্ডিং ব্যানারে ছেয়ে গেলেও মানুষের সচেতনতা অভাব থেকেই যাচ্ছে। রাতে মোটরবাইক চালিয়ে আসছিলো দুই বন্ধু। ঘটনার স্থান কামালগাজী, উল্টোদিক থেকে এক লরি এসে ধাক্কা মারতেই দুজনের মৃত্যু হয়। সোনারপুরে বাসিন্দা বাপ্পা দাস (২৭) বিনয় নস্কর (৩৫)। রাতে মিশন পল্লী থেকে পিকনিক করে বাড়ি ফিরছিলো দুজনেই। দুজনের মধ্যে কারো মাথায় হেলমেট ছিলো না। এছাড়া পিকনিকে খাওয়া সেরে ফাঁকা রাস্তায় বেপরোয়া ভাবে বাইক চালচ্ছিলো বাড়ি ফেরার জন্য। কামালগাজী থেকে একটি চালের লরি এসে ধাক্কা মারতেই সেখানেই মৃত্যু হয় বিনয় ও বাপ্পার।

পথ দুর্ঘটনায় দুই বোনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিংঃ এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বোনের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার খেড়িয়ার শিমূলতলা হাসপাতাল মোড়ের কাছে। এদিন একটি লরি বাসন্তী থেকে সিমেন্ট খালি করে কলকাতা যাওয়ার সময় আচমকা রাস্তার পাশে একটি ঘরে সজোরে ধাক্কা মারলে বাড়িতে থাকা দুই বোনের আঘাত লাগলে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকজনেরা গুরুতর জখম অবস্থায় আরাতুন মোল্লা কে শিমূলতলা প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান। আশাঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিছুক্ষণ পর তিনি ও মারা যান। মৃত দুইবোনের নাম আরাতুন মোল্লা(৪৫), খয়রুন সরদার(৫০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মদ্যপ অবস্থা গাড়ি চালানোর জন্য এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাসন্তী থানার পুলিশ লরির চালক খালাসি সহ গাড়িটিকে আটক করেছে।

মদ্যপ ছেলের হাতে বাবা খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিংঃ –মদ্যপ ছেলের হাতে খুন হল বাবা। নিহতের নাম খগেন সরদার(৫৫)। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের মনসাখালি গ্রামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খগেনবাবুর মেজ ছেলে রাজকুমার সরদার মাঝে মধ্যে মদ খেয়ে বাড়িতে গিয়ে অশান্তি করত। বৃহস্পতিবার রাতে মদ খেয়ে বাড়িতে ফেরে রাজকুমার।

এরপর অশান্তি শুরু করলে খগেনবাবু এলাকার ক্লাবের ছেলেদের ডেকে জানানোর কথা বলা মাত্রই রাজকুমার ঘরের মধ্যে থাকা সোকেস ভাঙচুর করতে থাকে। সেই ভাঙচুর বন্ধ করতে বলায় বাড়িতে থাকা গ্যাসের ওভেন দিয়ে খগেনবাবুর মাথায় সজোরে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় খগেনবাবুর। রাজকুমার এরপর ভাইকে মারতে গেলে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা রাজকুমারকে ধরে ফেলে। স্থানীয় প্রতিবেশীরাও খবর পেয়ে দৌড়ে এসে রাজকুমারকে আটক করে রাখে। ঘটনার খবর জানতে পেরে বাসন্তী থানার পুলিশ অভিযুক্ত ছেলে রাজকুমারকে গ্রেফতার করে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়।

বিএসএনএল–র কর্মীর খামখেয়ালিতে হয়রানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিএসএনএল–র উলুবেড়িয়া এক্সচেঞ্জের খামখেয়ালিপনায় জনসাধারণের হয়রানির অভিযোগ। এহেন জরুরি পরিষেবা জনগণের মধ্যে অনীহার কারণ হয়ে উঠেছে। এক ধরনের আমলাতন্ত্রের ফলে সরকারি কোষাগারের বেকার অর্থক্ষয় ব্যতীত আর কিছুই নয় অভিযোগ। সম্প্রতি গত ৮ জানুয়ারি ১৮তে উক্ত অফিস থেকে সিম কিনতে চাইলে দুপুর আড়াইটার সময় বলা হয় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের নিমদিঘীতে ক্যাম্প চলছে, ওখান থেকে সিম পাওয়া যাবে। নির্দেশ মেনে দুই ব্যক্তি উক্ত স্থানে হাজির হয়ে বহু খোঁজখবর করেও ক্যাম্পের টিকিটিরও খোঁজ পাননি। পরে অফিসে এসে খবরটি জানাতে বলা হয়। উলুবেড়িয়ার ওটি রোডে সিটি নারসিং হোমের সামনে ক্যাম্প চলছে ওখানে সিম পাওয়া যাবে। প্রায় দুই ঘন্টা সময় অপচয়ে ওটি রোডের ক্যাম্প থেকে মহানন্দ ইত্যাদি তিন সরকারী কর্মীর সাহায্যে তবেই ৪৯ টাকার বিনিময়ে সিম পাওয়া যায়।

বিজয় নারায়ণ কলেজে স্বামীজির আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : হুগলির খন্যান ইটাচুনা বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ে রবিবার (৭ জানুয়ারি) বিকালে কলেজ পরিচালন কমিটি ও ছাত্র সংসদের যৌথ পরিচালনায় স্বামী বিবেকানন্দ এবং বীর সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন হয় কলেজে। এই আবক্ষ মূর্তি দুটি উন্মোচন করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণান। এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়ে আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন এই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। তথা সঙ্গীত শিল্পী শুক্লা ঘোষ। তাঁর প্রথম নিবেদন রজনীকান্ত সেনের কথায় 'তুমি নির্মল কর, মঙ্গল কর'। এরই মধ্যে তুলে ধরেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হল বলিদান'। আর যে কোনও অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে হবেই, তাই কবিগুরুর লেখা 'তোমার আসন শূন্য, হে বীর পূর্ণ কর। একক সংগীত পরিবেশনে সর্বশেষ নিবেদনটি ছিল রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামীজির প্রথম সাক্ষাতের গানটি 'মন চল নিজ নিকেতন'। সঙ্গীত শিল্পী শুক্লা ঘোষের সঙ্গীত নির্বাচন ও পরিবেশন ও তাঁর কণ্ঠ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এদিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর জন্য অনেকেই অধৈর্য হয়ে আসন ছেড়ে চলে যায়। কলেজের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তথা অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড–এর সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, ইটাচুনা বিজয় নারায়ণ কলেজ খুবই প্রাচীন। ৬৩ বছরের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে। এটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গা। এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। কলেজের পঠন পাঠনে বিভিন্ন বিভাগে দক্ষ অধ্যাপক অধ্যাপিকা রয়েছেন। ১৯৫০ সালে প্রয়াত নিমাই চন্দ্র কুণ্ডু কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন গোপাল চন্দ্র মজুমদার। এরপরই নেতাজী গবেষক অধ্যাপিকা পূরবী রায় নেতাজি সম্পর্কিত প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য রাখেন। এদিন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গুণীজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী অদ্রীশ আগরওয়াল, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গুরু কৃষ্ণানন্দ মহারাজ, কলেজের ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ অসিত চ্যাটার্জী, সমাজসেবী বিক্রম দাস, তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারপতি কল্যাণ জ্যোতি সেনগুপ্ত। সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপিকা শালমলী চক্রবর্তী। এদিন একটি সুন্দর সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়।

নতুন চাষের দিশা দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আত্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ নতুন নতুন চাষের দিশা দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মা প্রকল্প।

বিভিন্ন এলাকায় কম খরচে বেশি লাভজনক চাষ হাতে–কলমে শিখিয়ে গ্রামের মহিলা,দরিদ্র কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি(আত্মা)।

ইতিমধ্যে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা মাশরুম চাষ করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বর্তমানে সর্বপ্রথম ক্যানিং ১ নং ব্লকে পরীক্ষামূলক ভাবে বস্তায় আদা চাষ করে সফলতা অর্জন করে চাষের ক্ষেত্রে নতুনদিশা দেখাচ্ছে আত্মা। ক্যানিং ১নং ব্লকের আত্মার অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার(এটিএম) মৌমিতা দিন্দা বলেন, আমরা পরীক্ষামূলক ভাবে বস্তায় আদা চাষ করে সফল হয়েছি। আগামী দিনে এই সুন্দরবন এলাকায় লবনাক্ত মাটি থাকা স্বত্বেও বস্তায় আদা চাষের এক নবদিশা তৈরি হল।

ক্যানিং ১নং ব্লক সহকৃষি আধিকারিক গোপা সমাদ্দার বলেন বস্তায় আদা চাষে আমরা পরীক্ষা মূলক ভাবে ক্যানিংয়ের দুই চাষি সীমা প্রধান ও অনিল হালদারের কাছে সফলতা পেয়ে খুবই খুশি। আমরা ৫ কেজি দেশী আদা,১৫০কেজি ভার্মিকম্পোষ্ট(কেঁচো সার),৫০টি করে বস্তা দিয়েছিলাম। এপ্রিল মাসে আদা বসানো হয়। এক একজন চাষি ৫ কেজি দেশী আদা বস্তায় চাষ করে ৭০ কেজি ফসল ঘরে তুলেছেন। এই চাষের জন্য জমি যেমন কম লাগে ঠিক তেমনই খরচ কম এবং বাড়ির মহিলারা এই চাষ করে স্বনির্ভর হতে পারবে।

জীবনতলা মঠেরদিঘী পল্লী সেবাসদনের সচিব খোকন মন্ডল বলেন, আত্মা উদ্যোগে ক্যানিং ১ও ২নং ব্লকের বেশ কিছু মহিলা মাশরুম চাষ করে স্বনির্ভর হয়েছেন। আবার বাড়িতে বস্তায় আদা চাষ স্বনির্ভর মহিলাদের আরও এক ধাপ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়ে সহযোগিতা করলো। সুন্দরবনে চাষের বিপ্লবে এ এক নবতম সংযোজন।

মোবাইল ভ্যান বিতরণ

রিম্পি ঘোষ : সমবায় দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির যৌথ উদ্যোগে চুঁচুড়ায় লঞ্চ ঘাটের পাশের মাঠে মোবাইল ভ্যান বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলহাজ শেখ মেহেবুব রহমান, রাজ্যে সমবায় দফতরের প্রধান সচিব ড. এম ভি রাও (আইএএস), জেলাশাসক সঞ্জয় বনশল প্রমুখ।

মন্ত্রী অরূপবাবু জানান, আগে চাষিরা ফসলের ন্যায্য দাম পেত না। তাই ২০১১ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বস্তরে বিশেষ করে চাষিদের জীবনে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে ফসল কিনে নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের কাছে তা বিক্রি করার নীতি গ্রহণ করেছেন। এখানে মধ্য স্বত্বভোগীদের কোনও সুযোগ নেই লাভ করার। এই নীতির নাম 'সুফলা'।

এইদিন প্রায় ২০টি 'মোবাইল সুফলা' গাড়ির চাবি প্রদান করা হয়। এর সঙ্গে প্রতিটি গাড়িতে ফ্রিজ রাখতে দেওয়া হবে সেখানে এই সব সবজি সংরক্ষণ করা যাবে। রাজ্যের প্রায় ২,০০০টির বেশি সমন্বয়কে ইতিমধ্যে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। অনুষ্ঠান সূত্রে জানা যায়, গতবার এসএইচজিকে প্রায় ৫৯২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এইবার তার লক্ষ্যমাত্রা ১৪০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। সারা রাজ্যে প্রায় ২৯,০০০ সমবায় সমিতি আছে।

সারা রাজ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে ২ লাখ ১ হাজার। এই গোষ্ঠীগুলির জন্য প্রায় ৫,০০০–৫,৫০০ কোটি টাকার ঋণ হয়। এর মধ্যে প্রায় ৩,১০০ কোটি টাকা ঋণ হয়। আয়োজক সংস্থা সূত্রে জানা যায়, সারা জেলাতে এই ব্যাঙ্কের প্রায় ১৯টি শাখা, প্রায় ৩৪৫টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি এবং প্রায় ৩৬টি তাঁতী সমিতি রয়েছে। এই ব্যাঙ্কের অধীনে প্রায় ২৬০০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই প্রায় ১,৫১,৬১৪টি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করেছে।

তপশিলী উপজাতি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড–এ লগ্নিকৃত অর্থের পরিমাণ (৩০/১১/২০১৭) প্রায় ২৭,৮০০ লাখ টাকা। প্রায় ১৩৯টি মহিলা সংঘ সমবায় এবং প্রায় ৯০টি নব নিবন্ধীকৃত মহিলা সংঘ সমবায় রয়েছে। সারা জেলাতে হিমঘরের সংখ্যা প্রায় ১২ এবং এতে শস্য ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৬৮,০০০ মেট্রিক টন।

বজরং পরিষদের ১০০–য় পা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : একশো বছর ধরে মানুষের সেবায় বজরং পরিষদ নিযুক্ত। গঙ্গাসাগর মেলায় ক্যাম্পের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাতে, দুপুরে ও সকালে খাওয়ার আয়োজন সব কিছুই করে এই বজরং পরিষদ। এছাড়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন এই বৃহৎ মেলায় কেউ হারিয়ে গেলে বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় মাইকে ঘোষণা করতে শুরু করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার মানুষ জানতে পারে তার কোনও পরিচিত লোক ডাকছে। চলে আসে অনুসন্ধান কেন্দ্রে। আরো একটা বড় ভূমিকা পালন করে বজরং। যিনি অক্ষম, ৭০–৮০ বছরের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, তিনি যদি হারিয়ে যায়, তার বাড়ির লোকেদের যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে বজরং–এর সদস্যরা তার বাড়ি যেখানেই হোক না কেন তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে। সুতরাং বজরং যেখানে সেখানে মানুষের আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না –রিলিফ সেক্রেটারি প্রেমনাথ দুবে এই কথা জানালেন। এই মেলায় সারা ভারতবর্ষ থেকে যেসব পুণার্থীরা আসে তারা এক ডাকে বজরং পরিষদের এই ধরণের পরিষেবার কথা জানে। শুধু তাই

নয়, অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহারের সঙ্গে প্রত্যেক পুণ্যার্থীদের তারা আপ্যায়ন করে থাকে। তাছাড়া সারা বছর ধরে অসুস্থ রোগীদের বড়বাজার হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকে সুস্থ করার জন্য। গঙ্গাসাগর মেলায় লট নং ৮, কচুবেড়িয়া, নামখানা, ২ং রাস্তা–এই সব জায়গাগুলোতে বজরংএর ক্যাম্প থাকে। সেখানে ২৪ ঘন্টা ধরে চা ও খিচুরী খাওয়ানো হয়। সাগর মেলায় মূল অফিস হয় পুলিশ কনট্রোল রুমের পাশে। বহু পুণ্যার্থীদের ভীড় হয় খিচুরী বা সকালের টিফিন খাওয়ার জন্য। এছাড়া বহু সাংবাদিক ও সরকারী আধিকারিকরা লাইন দিয়ে বজরং–এর সুস্বাদু টিফিন খেয়ে মুগ্ধ হয়। দুবেজিকে প্রশ্ন করা হয় এতো সব কিছু কনট্রোল করেন কি ভাবে। বলেন – সব কিছুই কপিলমুনি ও গঙ্গা মায়ের কৃপায় চলছে॥

বিধায়কের উদ্যোগে খাল সংস্কার ও খনন কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ–প্রায়ই চাষিরা জলের অভাবে চাষ করতে পারেন না। নষ্ট হয় হাজার হাজার টাকার ফসল। ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে অনেক সময় চাষিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। সেই করুণ দুর্দশা থেকে চাষিদের মুখে হাসি ফোটাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর একান্ত প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণায় এবং এগ্রি–ইরিগেশানের

সহযোগিতায় মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের গোপালপুর আমতলা চৌমাথায় খাল খনন ও সংস্কারের কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপালপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বলাই মাহান্তী,জেলাপরিষদ সদস্যা মিতা মাহান্তী,মনিরুল মিস্ত্রী সহ বিশিষ্টরা। গোপালপুর অঞ্চল তৃণমুল সভাপতি বলাই মাহান্তী জানান, প্রায় ১০কিমি চারটি খাল পূর্ণ সংস্কার করে গভীর ভাবে খনন করা হবে। এরজন্য সাড়ে চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, এই চারটি খালের জল গোপালপুরের চাষীরা তাঁদের চাষের কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। আগামী দিনে গোপালপুর চাষিরা ফসল উৎপন্ন করে এক নতুন দৃষ্টান্ত গড়বেন।

সুন্দরবনের বিশিষ্ট শিক্ষককে সংবর্ধনা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ –কয়েক দিন আগেই ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক অদিতি চৌধুরী গিয়েছিলেন তাঁর অসীম কর্মযজ্ঞদেখতে।তিনি প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার প্রিয় মাস্টার মশাই নামে পরিচিত শিক্ষক তথা সমাজসেবী অমল পন্ডিত। প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের এক নিষ্ঠা অকৃতদার ছাত্র অমল পন্ডিত। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে ছোট্ট শিশুদের কে নিয়ে ১৯৯০ সালে গড়ে তোলেন এক অনাথ আশ্রম। তাঁর পিতৃদেবের নাম অনুসারে আশ্রমের নাম রাখেন মহেশপুর রাখাল চন্দ্র সেবাশ্রম।

বর্তমানে অনাথ আশ্রমে ২৩ জন শিশু আছেন। কোন সরকারী,বেসরকারী অনুদান ছাড়াই অমল বাবু চালিয়ে আসছেন তাঁর আশ্রমের কাজকর্ম।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর মহেশপুরে তাঁর আশ্রম চালানো এবং কাজের অবদানের জন্য সোমবার ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল আয়োজিত ৪১ তম সুন্দরবন মেলার দিলীপ সরকার মঞ্চে শিক্ষক তথা সমাজসেবী অমল পন্ডিত কে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও মেলা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র ও মিষ্টি তুলে দেন বন্ধুমহল ক্লাবের সম্পাদক প্রদীপ নাথ।

এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মন্ডল,সন মন্ডল এবং হিন্দুস্থান টাইমস এর বিশিষ্ট সাংবাদিক সুকুমার দেবনাথ সহ বিশিষ্টরা।

বিবেক চেতনা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় গত ১২ জানুয়ারি বিবেক চেতনা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। উৎসব উপলক্ষে একটি সুদৃশ্য র‍্যালি হয়। তারপর উৎসবের সূচনা করেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্লকের যুব আধিকারিক রাজন্যা সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ তমোসা গায়েন, অর্চনা বাগ, সহ–সভাপতি শ্রাবণী সাহা, তুষার সর্দার, শিল্পী কল্যাণ দাস প্রমুখ। উৎসবে বসে আঁকো, ক্যুইজ, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। সভায় পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক কুনাল মালিক।

উৎসব শুরু

সামালিতে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৫৩তম বাৎসরিক উৎসবের সূচনা ঘটল ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন পালনের সাথে সাথে। এদিন সকালে স্বামী বিবেকানন্দর পুজার্চনার শেষে বালক ভোজনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হল। এলাকার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। উৎসব শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্ম দিন পালনের সাথে সাথে।

এ রাজ্যেও পরিবর্তন হবে বিজেপির হাত ধরেই

মলয় সুর, চুঁচুড়া : আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই দলের কর্মসূচি কি হবে সেই নিয়ে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বীরভূম জেলার পর হুগলির চুঁচুড়া পিপুলপাতি ডিআই অফিস সংলগ্ন মাঠে মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) বিকালে এক বিশাল জনসভা করলেন হুগলি জেলার বিজেপি নেতৃবৃন্দ। যদিও এদিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে মিটিং শুরু হয়। কিন্তু পনেরো হাজার লোক জমায়েতের মধ্যেই ভারতমাতা কি জয় জয়ধ্বনি দিয়ে মিছিল আসতে থাকে। এদিন এই জনসভা জেলার সভাপতি সুবীর নাগের নেতৃত্বে আয়োজন হয়। সুবীরবাবু এ প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্যে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০১৯ এর লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে কোনও অবস্থাতে যাতে তৃণমূলকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া না হয়। তার জন্য তিনি সবক্ষেত্রে প্রস্তুত রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, হাই ভোল্টেজ মেজাজে তিনি জানান, হুগলিতে ১৯টি আসনে বিজেপির জয়লাভ চূড়ান্ত নিশ্চিত করা হবে। এই রাজ্যে বিজেপি আসছেই। এদিন অবশ্য জনসভায় লোক সমাগম দেখে এই সাফল্যের খুশির হাওয়ায় ভর করে সুবীরবাবুর চওড়া হাসি দেখা যায়। তবে চুঁচুড়ায় এদিন খানিকটা নাটক করে বিজেপির জননেতা মুকুল রায় তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। আর কিছুদিন পরেই তৃণমূল কংগ্রেস আকাশে অস্তমিত সূর্যের মতো ডুব করে ডুবে যাবে। এই জেলায় বিজেপির মাটি শক্ত হচ্ছে। বিশেষ

করে এই শহরে ২৮ জন মানুষ খুন হয়েছেন। এখন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের মধ্যে চুঁচুড়া পড়ছে। আর রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিন্দুমাত্র রেয়াত না করে এসব দেখছেন। এখন তৃণমূলের পার্টি অফিসগুলিতে সাজাহানে ভরে গিয়েছে। সেখানে শুধু আগুন লাগাতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল 'তৃণমূলকে' অল আউট আক্রমণ করেন।

এরই সঙ্গে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং মমতার 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' নিয়েও মঞ্চে প্রশ্ন তোলেন। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র কোটি কোটি টাকার শিল্প বিদেশ থেকে আসছে তাঁর একটা তালিকা তৈরি করেছেন। কিন্তু সেটা চোখে দেখা যায় না। আনভিস্যুয়াল শিল্প। এরই পাশাপাশি তুলে ধরেন এই সরকার ১ ঘন্টায় ১৫৬ জন বেকার ছেলেমেয়েদের চাকরি দিয়েছেন। মঙ্গলবার চুঁচুড়ায় বোমা ফাটান মুকুল, তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের সম্পত্তির খতিয়ান তুলে ধরেন। আর ভোলেবোম রাইস মিলের মালিক অনুব্রতর তুলোধনা করেন। এরপরই মুকুল বলেন, আজ আমার পুর্নজন্ম হল। সোমবার দশ হাজার পুরোহিত দিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, তৃণমূল কংগ্রেস এখন পিসি ভাইপোর একছত্রীয় দল।

এদিন চুঁচুড়াতে আগের নির্দিষ্ট জায়গা রবীন্দ্রনগরে এই জনসভা করার অনুমতি না দেওয়ায় পরে বাধ্য হয়ে পিপুলপাতি ছোট মাঠে পুলিশ সভা করার অনুমতি দেয়। এদিন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী জনসভা থাকলে পুলিশ পোস্টিং থাকে। কিন্তু এদিন কোনও পুলিশকেই দেখা যায়নি। জেলার লড়াকুসহ সভানেত্রী বেবি তেওয়ারী মমতাকে কটাক্ষ করে 'মমতা বেগম' বলেন। বেবি বলেন, সেদিনের সিঙ্গুরের অগ্নিকন্যা তাপসী মালিককে হাতিয়ার করে মসনদে বসেছেন। এখন ফেঁপে ফুলে রয়েছেন। এই কি বাংলার পরিবর্তন না কি অপরিবর্তন। অপদার্থ সরকার। বাংলায় এখন শুধু গুণ্ডারাজ, তোলাবাজি, খুন, খারাপি। এসব দেখে মানুষ দিনে দিনে হতাশ হয়ে পড়েছেন। সোনার বাংলা রসাতলে চলে গিয়েছে। রাজ্য মহিলা মোর্চার সভাপতি তথা অভিনেত্রী লকেট চ্যাটার্জি বক্তব্যে বলেন, এই রাজ্য ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। বর্তমানে এ রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা।

তার পরিবর্তন হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। তৃণমূলকে এ রাজ্য থেকে ক্ষমতাচ্যুত করার বার্তা দেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মানুষকে ভুল বোঝানো, খেপিয়ে তোলার চেষ্টা এবং বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এদিন মন্তব্য করেন। আগামী ২৯ জানুয়ারি হাওড়ার উলুবেড়িয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনার নোয়াপাড়াতে উপনির্বাচন রয়েছে। এখন ১৯টা রাজ্যে বিজেপি এসে গিয়েছে। আর মমতার মুখ ততই শুকিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে ৫৬ হাজার শিল্প বন্ধ হয়ে রয়েছে। উনি নাকি বিদেশ সফর করছেন। একটার পর একটা বিদেশ থেকে শিল্প আনবেন। এ বছর আবার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলন করতে চলেছেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের 'হাউজিং ফর অল' প্রকল্পের নাম পাল্টে নিজের রাজ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'বাংলার বাড়ি' নামেই করতে যাচ্ছেন। এরকম 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' না চালিয়ে 'নির্মল বাংলা' প্রকল্প চালাচ্ছেন তৃণমূল সরকার। পুলিশ–প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এবছর ফের রামনবমীতে অস্ত্র মিছিল করার হুঙ্কার দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। চুঁচুড়ায় কোনও রাখ ঢাক না করেই জানিয়ে দিলেন দিলীপ। চাঁছাছোলা ভাষায় দিলীপ বলেন, 'স্কুলের পাঠ্যসূচিতে সিঙ্গুর আন্দোলন ঢোকানো হয়েছে। এর থেকে হাস্যকর আর কী হতে পারে। তাঁর যুক্তি একটা কারখানা বন্ধ করার জন্য যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ইতিহাস বইতে ঠাঁই পায়।

তবে ইতিহাস বই জুড়ে সিপিএমের নাম থাকা উচিত। প্রধানমন্ত্রী যোজনা প্রকল্পে ৩ কোটি গরিব মানুষ গ্যাস পেয়েছেন। এদিকে এই সভায় পাঁচ শতাধিক তৃণমূলের নেতা ও সমর্থকরা বিজেপিতে যোগদানের মাধ্যমে হুগলির চুঁচুড়া ঘর ভাঙল। তৃণমূলের আরও বড় ভাঙন ধরবে বিজেপি সূত্রের খবর। এদিনের ঐতিহাসিক সভায় চাঁদের হাট বসেছিল মঞ্চে বিশেষভাবে ছিলেন নেতাজির পরিবারের চন্দ্রকুমার বসু, অভিনেত্রী শর্বরী মুখোপাধ্যায়, রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য, চুঁচুড়া সকলের সহ সভাপতি স্বপন বিশ্বাস, কল্যাণ বোলেল, সম্পাদক নিবারণ চন্দ্র দে, সত্যব্রত দে, রাজ্যের সহ সভাপতি কৃষ্ণা ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৩ জানুয়ারি – ১৯ জানুয়ারি, ২০১৮

মুকুলের পারদ কী নামছে

একদা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়ের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে বেজায় উৎসাহ দেখা গেছিল পদ্মফুল নেতৃত্বের মধ্যে। বিশেষ করে সাধারণ কর্মী–সমর্থকরা যেমন 'মার দিয়া কেল্লা' মনোভাব পোষণ করছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন তৃণমূলকে উৎখাত করে রাজ্য দখল করবে বিজেপি। বলাবাহুল্য, পরিবর্তনের এই পরিবর্তন সংগঠিত হবে ডাকাবুকো নেতা তথা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মুকুল রায়ের হাত ধরে। যদিও রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরে অনেকেই খুশি হন নি তাঁদের সাজানো বাগানে এই অকাল মুকুল প্রস্ফুটিত হওয়ায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপের মুখে তাঁদের এমন মনোভাব নিতে হচ্ছিল যেন মুকুলের আগমনে তাঁরা বেজায় খুশি। সেজন্য মুকুলবাবুকে পাশে নিয়ে বেশ হাসিহাসি পোজ দিতেও দেখা যাচ্ছিল বিজেপির রাজ্য নেতাদের। ভিতরে ভিতরে তাঁরা হয়তো প্রমাদ গুণছিলেন মুকুলের 'সেটব্যাক' দেখার জন্য। কারণ তাঁরা এটা হাড়ে হাড়ে জানেন যে মুকুল রায় যে পর্যায়ের নেতা তাতে তার উপস্থিতির পর বিজেপির যদি ভালো কিছু অবস্থান তৈরি হয় রাজ্যে তাহলে তার কৃতিত্বের সিংহভাগ যাবে এই প্রাক্তন তৃণমূলীর দিকে। তাছাড়া বাংলার মিডিয়া যেভাবে কথায় কথায় মুকুলের গুণকীর্তন আরম্ভ করেছিল তাতেও ফিকে হতে শুরু করেছিল রাজ্য সভাপতি–সহ এ রাজ্যে বিজেপিকে ভাঙিয়ে খাওয়া একদল নেতানেত্রীর উত্থানের পারদ। বিজেপির রাশ যাদের হাতে সেই আরএসএস বা সংঘ পরিবারও মুকুলের এই পদ্মলাভে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। সব মিলিয়ে আবহ এমন তৈরি হয়েছিল যে পান থেকে চুন খসলেই হল। তারপরেই সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে মুকুল রায়ের ওপর। মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এই বিজেপির তথাকথিত নেতানেত্রীরা। যাঁদের রণংদেহী মনোভাব যত না গণমাধ্যমে প্রচার পেয়েছে তার সিকিভাগও সাফল্য জোটেনি তাঁদের বরাতে। অথচ এই ব্যর্থ কুশীলবরা এটা ভালোই বুঝেছেন, যে তৃণমূলের একসময়ের নম্বর–২ মুকুলের ব্যাট যদি কথা বলতে শুরু করে তবে তাদের কপালে বেজায় দুঃখ রয়েছে। শুধু তাই নয়, পদ্মের ক্রিজে একবার জমে গেলে এই তৃণমূলী প্রাক্তনীর হাতে নাস্তানাবুদ হতে হবে তাঁদের। রাজ্য বিজেপি বকলমে হয়ে উঠবে টিম মুকুল। প্রথম পরীক্ষাগার হিসেবে মুকুলকে মাঠে নামতে হয়েছিল সাম্প্রতিক সবংয়ের উপনির্বাচনে। বস্তুত বিজেপির অন্য নেতৃত্বের সঙ্গে এখানে সমানতালে প্রচার করতে দেখা যায় মুকুল রায়কে। এখানে সবংয়ের ভূমিপুত্র মানস ভুঁইয়ার স্ত্রী গীতারাণী ভুঁইয়া রেকর্ড ভোটে জয়ী হলেও তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি যেভাবে একলাফে তাদের ভোট ৫ গুণ বাড়িয়ে নিতে পেরেছিল তাতে মুকুলের খানিকটা কৃতিত্ব নিশ্চিতভাবেই পরিলক্ষিত হয়েছে। অথচ রাজ্য বিজেপি নেতারা একে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইছিলেন।নোয়াপাড়া বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রাক্তন বিধায়ক মঞ্জু বসুকে বিজেপির টিকিটে দাঁড় করাতে চেয়ে যেভাবে মুকুলবাবু ল্যাজেগোবরে হলেন তাতে আবারও পরিস্কার হল সবাই নতুন দলে দিয়েই ম্যাজিক দেখাতে পারেন না। আগে তেলে–জলে মিশ খেতে হয়।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

গরিব ব্রাহ্মণটি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেই পরিবারকে পাঁচ দিন উপবাসে থাকিতে হইল। সেভাগ্যক্রমে ষষ্ঠ দিনে পিতা কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং উহা চার ভাগ করিলেন। তাঁহারা উহা খাদ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল। পিতা দ্বার খুলিয়া দেখিলেন যে, এক অতিথি দাঁড়াইয়া। ভারতবর্ষে অতিথি বড় পবিত্র ও মাননীয়, সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে 'নারায়ণ' মনে করা হয় এবং তাঁহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি বলিলেন, 'আসুন মহাশয় আসুন, স্বাগত।' ব্রাহ্মণ অতিথির সম্মুখে নিজ ভাগের খাদ্য রাখিলেন। অতিথি অতি শীঘ্রই উহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি আমাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি। আমি দশ দিন ধরিয়া উপবাস

করিতেছি–এই অল্প পরিমাণ খাদ্যে আমার জঠরাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল।' তখন ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলিলেন, আমার ভাগও উঁহাকে দিন। স্বামী বলিলেন, 'না তা হইবে না।' কিন্তু ব্রাহ্মণপত্নী জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এ দরিদ্র অতিথি আমাদের নিকট উস্থিত, আমরা গৃহস্থ–আমাদের কর্তব্য তাঁহাকে খাওয়ানো, আপনার যখন আর কিছু দিবার নাই, তখন সহধর্মিণীরূপে আমার কর্তব্য তাঁহাকে আমার ভাগ দেওয়া।' এই বলিয়া তিনিও নিজ ভাগ অতিথিকে দিলেন। অতিথি তৎক্ষণাৎ তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'আমি এখনো ক্ষুধায় জ্বলিতেছি।' তখন পুত্রটি বলিল, 'আপনি আমার ভাগও গ্রহণ করুন। পুত্রের কর্তব্য–পিতাকে তাঁহার কর্তব্যপালনের সহায়তা করা।' অতিথি তাহারও অংশ খাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তখন পুত্রবধূও তাঁহার ভাগ দিলেন। এইবার তাঁহার পর্যাপ্ত হইল। অতিথি তখন তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

ফেসবুক বার্তা

বাংলার প্রথম গণ–সংগঠক নিত্যানন্দ প্রভু'র ইতিহাসে ঠাঁই নেই কেন?

নির্মল গোস্বামী

৩৯০ বছরের ব্যবধানে বাংলার বুকে দুজন মহাপুরুষের আর্বিভাব হয়েছিল। একজন ১৪৭৩ খৃঃ ১২ জানুয়ারি আর একজন ১৮৬৩ খৃঃ ১২ জানুয়ারি। দুজনেই নিজ নিজ সময়ে বাঙালির ভাব জগতে ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যমে বিপুল আলোড়ন তুলেছিলেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্যের এক কথায় প্রকাশ করলে বলতে হবে তাঁরা মায়াতীত ভগবানের নামে মায়াবদ্ধ মানুষের কল্যাণে প্রাণপাত করে গিয়েছেন। যিনি ১২ জানুয়ারির নবীন নায়ক তাঁকে সকলেই চেনে তিনি বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। প্রবীণ আর এক ১২ জানুয়ারির নায়ক হলেন পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের অন্যতম স্থান বীরভূম জেলার এক চক্রা নিবাসী হাড়াই পণ্ডিতের বড় ছেলে নিত্যানন্দ। আপামর ভারতবাসী যাঁকে চৈতন্যদেবের সাথে একাসনে পুজো করে চলেছে।

হাড়াই পণ্ডিত বা হারাই ওঝা নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন নিত্যানন্দের পিতা। তাঁর আসল নাম হল মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিতাইয়ের মাতার নাম পদ্মাবতী দেবী। এই হাড়াই পণ্ডিত আর পদ্মাবতীর বিবাহের একটি গল্প আছে। মৌড়েশ্বরের রাজা মুকুট নারায়ণের কন্যা পদ্মাবতী যেমন রূপে তেমনি গুণের। মুকুট নারায়ণের নয়নের মণি। তাই সহজে পর হস্তে সমর্পণ করতে মন চায় নি রাজার। ফলে বিবাহ যোগ্যা হলেও কোনও পাত্রই রাজার সহজে মনোনীত হতে চায় না। পাত্রের একটা না একটা খুঁত ধরা পড়ে স্নেহশীল পিতার চোখে। এই করেই বেলা গড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা। আবার অনূঢ়া বয়স্থা কন্যা গৃহে রহেছে তাই নিয়ে আত্মীয় বর্গের নানা সমালোচনা শোনা যেতে লাগল তাই রাজা (তখনকার দিনে বৃহৎ জমিদার)একদিন প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে কাল প্রভাতে যার মুখ প্রথম দর্শন করব তার সাথেই পদ্মাবতীর বিবাহ দেব। পরদিন শয্যা ত্যাগ করে গবাক্ষ পথে চেয়ে দেখলেন যে রাজ্যোদ্যানে এক সুপুরুষ যুবা পুজোর জন্য পুষ্প চয়নে রত রয়েছে। রাজা লোক মারফত ওই যুবকের কুল পরিচয় জেনে খুশী মনেই পদ্মাবতীকে হাড়াই পণ্ডিতের হাতে সমর্পণ করেন। এর থেকে আমরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে নিত্যানন্দের পিতার সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই ছিল। হারাই পণ্ডিত আর পদ্মাবতীর ১ম সন্তান নিত্যানন্দ। ছোটবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল কুবের। নিত্যানন্দ ছাড়া আরও ছটি পুত্র ছিল হাড়াই পণ্ডিতের। কৃষ্ণানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ। নিত্যানন্দের বয়স যখন ১২ বছর তখন এক সন্ন্যাসীর আর্বিভাব হয় হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ি। সন্ন্যাসীর সেবা যত্নের জন্য হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর বলেন যে একটি শর্তে তিনি সেবা নিতে রাজী আছেন। তা হল কাল প্রভাতে যাওয়ার সময় তিনি যা চাইবেন তাই তাকে দক্ষিণা স্বরূপ দিতে হবে। এই শর্ত দিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর রাত্রি যাপনের পর যাওয়ার সময় কুবেরকে চেয়ে বসেন। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী শর্ত লঙ্ঘন করা মহাপাপ মনে করে কুবেরকে দিয়ে দেন। আশ্চর্যের বিষয় ওই ১২ বছরের শিশু পিতামাতাকে ছেড়ে অনাত্মীয় একজনের হাত ধরে হাসতে হাসতে চলে যায়। বৈষ্ণব তত্বালোচনা করে অনুমান ওই সন্ন্যাসী ছিলেন নিমাইয়ের দীক্ষাগুরু স্বয়ং ঈশ্বরপুরী। নিত্যানন্দ প্রায় ২০ বছর সাধু সঙ্গ করে বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করে একদিন কৃষ্ণ সন্নিধানের জন্য মন বড়ই আকুল হল। তিনি ধ্যান যোগে জানতে পারলেন কৃষ্ণ এখন গৌরাঙ্গ অবতারে নদিয়ায় লীলা করছেন। নিতাই চাঁদ নবদ্বীপে এসে নন্দন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আত্মগোপন করে রইলেন। ওদিকে অন্তরযামী দয়াময় প্রভু বৃন্দাবন লীলার অগ্রজ, অধুনা নিতাই চাঁদের খবর জানতে পেরে দলবল সহ নন্দন মিশ্রের বাড়ি থেকে নিতাইকে আবিষ্কার করে নিয়ে এলেন।

গৌরের সঙ্গে নিতাইএর যোগে নদিয়া লীলা পূর্ণতা পেল। মাতা শচীরাণী নিতাইকে বড় ছেলের মতো সাদরে গ্রহণ করলেন। নিতাই জগাই মাধাইকে উদ্ধার করলেন এই উদ্‌ঘোষণের সঙ্গে 'মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না।' মহাপ্রভু চিনলেন নিতাইয়ের প্রেমের গভীরতাকে তাই সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব পরবর্তী কালে নাম প্রচারের গুরু দায়িত্ব মূলত নিতাইয়ের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে কৃষ্ণ প্রেম সুধা রসে মেতে রইলেন জীবনের শেষ ১৮ বছর। তার আগে নিতাইকে নিমাই আদেশ দিলেন বিবাহ করে সংসারী হওয়ার জন্য। নিতাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ৩০–৩২ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করেছেন। গৃহ ছাড়া আত্মীয় স্বজন ছাড়া রমতা যোগীর মতো তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নিমাই রূপী ঈশ্বর সান্নিধ্যে এবং সেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করবেন এই তাঁর অভিলাষ। নিতাই করজোড়ে বললেন একি আদেশ প্রভু! এ আদেশ আপনি প্রত্যাহার করুন। নিমাই বললেন দেখ, আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কাছে গৃহী মানুষেরা প্রাণ খুলে মনের কথা অভাব অভিযোগের কথা বলতে পারেনা, গৃহী মানুষকেই তারা আপন ভাবে। তাই তুমি আদর্শ গৃহীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করো। আদর্শ গৃহী হলে তবেই আদর্শ সন্তান হবে। আদর্শ সন্তান হলে আদর্শ নাগরিক তৈরি হবে। আদর্শ নাগরিক তৈরি হলেই তবেই দেশ রক্ষা হবে ধর্ম রক্ষা হবে। শুরু হল নিত্যানন্দ প্রভুর সংসার যাত্রা। মহাপ্রভু সমগ্র বাংলাদেশে কৃষ্ণনাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। নিত্যানন্দ খড়দহের রাঘব পণ্ডিতের দুই সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করে

খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করলেন।

নিত্যানন্দের আধার সম্পর্কে কী ধারণা ছিল মহাপ্রভুর তা একটি পদের অর্থেই পরিষ্কার চৈতন্য প্রভু তাঁর অনুগতদের একদিন বললেন, ''মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে/তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিনু তোমারে''— নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত। অবধূতের অর্থ হল যিনি নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। কোনও আচার বিধির দ্বারা তিনি বদ্ধ নন। নিত্যানন্দ কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাই মহাপ্রভু তাকে সংসারী হতে বললেন। নিত্যানন্দ ছিলেন আত্মশক্তিতে বলিয়ান। অবধূত অর্থাৎ অব মানে নীচ এবং ধূত মানে ধুয়ে দেওয়া বা পরিস্কার করে দেওয়া। এখানে উদ্ধার করা। তাই নিত্যানন্দকে বলা হয় নীচ অর্থাৎ পতিত পাবন। পতিতের উদ্ধার কর্তা। মহাপ্রভু তাই ঘোষণা করলেন যে নিতাই যাকে দেবে আমি নির্বিচারে তারই হব।

''সতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়
নিতাই পারে হেন কৃষ্ণে করিতে বিক্রয়''

তত্ব কথায় পেট ভরে না। চাই তার ব্যবহারিক প্রয়োগ। গৌরাঙ্গ প্রেমধর্মকে রক্ষা করতে হলে চাই সংগঠিত সংগঠন। যে চেতনাকে অবলম্বন করে মানুষ সঠিক পথে বাঁচতে পারে তাই হল ধর্ম। 'ধারণাৎ ধর্ম ইত্যহুঃ'। প্রেম ধর্মের ধারণা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষের মনে সঠিক ধারণা জন্মালেই সমাজের আবিলতা আপনা থেকেই দূর হবে। তখন কার বাংলা মানে এখনকার পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা বাংলদেশ। এই বিশাল অঞ্চলে সংকীর্তন প্রচারের জন্য প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে নিলেন বারোজন নিমাই ভক্তকে। এরা সকলেই নিত্যানন্দের লীলা সহচর দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত। (১) অভিরাম গোস্বামী, (২) গৌরীদাস পণ্ডিত, (৩) সুন্দরানন্দ ঠাকুর, (৪) নাগর পুরুষোত্তম, (৫) ধনঞ্জয় পণ্ডিত, (৬) মহেশ পণ্ডিত, (৭) উদ্ধারণ দত্ত, (৮) পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর, (৯) পরমেশ্বর দাস ঠাকুর, (১০) কমলাঙ্কর পিপলাই, (১১) কালাকৃষ্ণ দাস, (১২) শ্রীধর পণ্ডিত এই দ্বাদশ গোপালের অধীনে আবার দ্বাদশ উপগোপাল ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু সমগ্র বাংলায় এই সব সমাজ সংস্কারকদের নিয়ে বহু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুললেন। এক যোজন অন্তর (একশ মাইল) অন্তর একটি করে সাংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে মানুষকে শিক্ষা দানে রত হলেন। এই সব কেন্দ্রে কি শিক্ষা দেওয়া হত তা আজকের মানুষ শুনলে যেমন অবাক হবে তেমনি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। নিত্যানন্দের সুচারু ব্যবস্থাপনায় এই সব সাংস্কৃতি কেন্দ্রে বিদ্যা শিক্ষার মধ্যে ছিল শাস্ত্র চর্চা, কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শিক্ষাদান করা হত। এছাড়াও ছিল ভাস্কর্য, সূপবিদ্যা, চিত্রশিল্প, পুষ্পপত্র শিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, চারুশিল্প, আলপনা তথা চন্দন শৃঙ্গার ও কেশসজ্জা, নাটক, নাচ, গান, বাজনা, নৈবেদ্য প্রস্তুতি প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা এখনকার ভাষায় কর্মশিক্ষা দেওয়া হত। পরিপাটি স্বাস্থ্য চর্চা ও আলোচনা সভার আয়োজন হত। জীবিকার সঙ্গে জড়িত জীবন। সর্বাগ্রে মানুষকে জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে তোলাটা ছিল ধর্মচর্চার অঙ্গ। সুদূর মধ্যযুগে মুসলমান শাসকের রক্তচক্ষুর বাধাকে অতিক্রম করে এই সব প্রকল্প রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া গড়ে তোলা এবং তার পরিচালনা করা কী দূরূহ কাজ তা আমরা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারি। মহাপ্রভু পুরী থেকে লোক কল্যাণের এক একটা পরিকল্পনা পাঠাতেন আর নিত্যানন্দ প্রভু তার রূপায়ণের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতেন। তিনি নিজ অনুগতদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠালেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা দেবে এবং চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতের সুনাগরিক তৈরি করাই ছিল উদ্দেশ্য।

যে কোনও যুগে সমাজে নিম্নবর্গের বা অবহেলিত অত্যাচারিত জনসংখ্যা উচ্চবর্গের জনসংখ্যার থেকে বেশি হয়। তাই সমাজকে সংস্কার করতে হলে এই নিম্ন জাতির মানুষকে আপন করতে হবে। তাই নিত্যানন্দ প্রভু আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করলেন। শোনা যায় ঢাকার জেল থেকে মুক্তি প্রাপ্ত এক হাজার কয়েদিকে তিনি খড়দহে এনে কোলে টেনে নিলেন। অচ্ছুৎরা পঞ্চম বর্ণে বৈষ্ণব গোষ্ঠীতে ব্রতী হয়ে পূর্ণ মানুষের অধিকার লাভ করল। প্রভুর অনুগত পাথর হাজংকে সঙ্গী করে গারো, হাজং প্রভৃতি পাহাড়িয়া অসভ্য জাতির মধ্যেও ঢুকে গেলেন হরিনাম বিলোতে। তিনি দরিদ্র নিরক্ষর মানুষের কেমন আপনজন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় গানের একটি কলিতে 'হোগলা বেড়া ফোকলা করে নিতাই এলো ঘরে' কত আপন জন হলে তবে হোগলার বেড়া দেওয়া ঘরে বেড়া ফাঁক করে তিনি ঘরে ঢুকে যেতেন। আজও বাংলার গ্রামে একটা করে হরিবাসরের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। এই সব হরিবাসরে শুধু যে হরিনাম হত তা কিন্তু নয়। এগুলো ছিল এক একটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো। বিচারে আচারে সবই হতো এখানে। নিত্যানন্দ যখন যেখানে যেতেন তখন ধর্মপ্রচার অপেক্ষা মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে বিচার করতেই বেশি সময় ব্যয় হয়। তাইতো কবি বলছেন ''অবাদ করে বিবাদ করে..... তবু ওঠে সংকীর্তনের মিলনগীতি সান্ধ্য অন্ধকারে''— এই সংকীর্তন ছিল মিলন–রজ্জু। যা দিয়ে নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে, রাজা ও ভিখারিকে এক খুঁটিতে বেঁধে রেখে ছিলেন। গভীর তমশায় নিমজ্জিত মধ্যযুগের ইতিহাসে গতিপথ পরিবর্তনের যে মানুষটির অবদান ছিল সব থেকে বেশি তাকে পূজার বেদিতে বসিয়ে তার ইতিহাসকে আমরা মুছে দিয়েছি। সেই ইতিহাসকে পুনরায় মূল্যায়ণ করার সময় বোধ হয় এসেছে।

নতুন ব্যাঙ্ক বিলে আমানতকারীদের সঞ্চিত অর্থ কতটা সুরক্ষিত

বিশেষ প্রতিনিধি : নয়াদিল্লি নতুন ফিনান্সিয়াল বিল যা লোকসভায় আগামীদিনে পেশ হতে চলেছে তাতে আমানতকারীদের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ কতটা সুরক্ষিত থাকবে তা এখন প্রশ্নের মুখে এসে পড়েছে। সংবাদপত্রগুলিতে নতুন প্রস্তাবিত ফিনান্সিয়াল বিলে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের স্বার্থ কি ভাবে সুরক্ষিত থাকবে তা নিয়ে বিভ্রান্তিকর নানা খবর পরিবেশিত হচ্ছে। ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির আমানত ৮১ লক্ষ কোটি টাকা,ঋণের দেয় পরিমাণ ৫৬ লক্ষ কোটি টাকা। বিদেশি নানা বিধান, সরকারি একতরফা বিধিনিষিধের মধ্যেও দেশের সরকারি ব্যাঙ্ক,গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। আসলে সরকারি হিসাব মতো ৯ লক্ষ কোটি টাকা দেশের বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির ইচ্ছাকৃত ভাবে ঋণখেলাপ করা এবং তাদের নিজস্ব সম্পদ দেশে বিদেশে বাড়িয়ে তোলার প্রয়াসে ব্যাঙ্কে অনুৎপাদিত সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এর সাথে আছে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাঙ্কের ঋণখেলাপি করে চলেছে। অথচ এর বিরুদ্ধে সে রকম কড়া কোনও শাস্তির বিধান নেই। বিশ্বজুড়ে এখন বাণিজ্যিক পসরা। ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিদের বিদেশে প্রতিযোগিতার বাজারে সেভাবে টিকতে না পেরে দেশীয় বাজারের ওপর নির্ভর করে সরকারের কাছে নানারকম সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য অনৈতিক চাপ বাড়িয়ে চলেছে এবং পরোক্ষভাবে তার প্রভাব ব্যাঙ্কগুলিতে এসে পড়ছে। সরকারের এই বিষয়ে চিন্তা করা দরকার ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা তাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ ও তার সুরক্ষার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচানোর দায়িত্ব কেন নিতে যাবে? বিশ্ব বাণিজ্যিক চুক্তি অনুযায়ী এখন বহির্বিশ্বের বড় বড় সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হবে। এই ব্যাপারে সরকারের সেরকম কোন সদার্থক ভূমিকা দেখা যাচ্ছেনা। শুধু হাল্কা সমালোচনা করলেই হবেনা, বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবা অনুধাবন করা দরকার।এই সময় ব্যাঙ্কের বামমনোভাবাপন্ন ট্রেড

ইউনিয়গুলি তাদের কর্মচারি সংগঠনের মাধ্যমে জনমত তৈরি করতে পারত কিন্তু আমানতকারীদের স্বার্থ নিয়ে সে ভাবে জনমত গড়ে তুলছে না শুধু তাদের নিজেদের মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল দিল্লির বুকে নানারকম লোকদেখানো নাটক করে ভোটের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা হয়ত করবে কিন্তু সত্যিকারে কতটা তা কার্যকরী হবে বলা মুস্কিল। অথচ ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার সময় মনমোহন সিং সরকার কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা দিয়ে পরিস্থিতির অনেকটা স্বাভাবিক রেখেছিল। তুলনায় পরিস্থিতি এখন অনেকটা স্বাভাবিক। দরকার কর্পোরেট হাউসগুলির আর্থিক অপরাধ দূর করার জন্য কড়া আইন। তবে অবশ্য আইন করেই বা কি লাভ? দিল্লির পাহাড়গঞ্জের হোটেলগুলিতে গেলে দেখা যাবে কাঁচা,পাকা বিলের নাম করে দিব্যি জি এস টি ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং এই বিষয়ে সরকারের কোনও দৃষ্টি আছে বলে মনে হয়না বরং পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীরা এই বিষয়ে অনেক সৎ। এখানে জি এস টির আদায়ে,রাজ্য সরকারের আর্থিক ভান্ডার বেশ স্ফীত হচ্ছে।১৯৬৯ সাল থেকে ব্যাঙ্ক জাতীয় করণের পর বর্তমান সময়ের মতো উদ্ভুত পরিস্থিতি কখনো দেখা যায় নি।কিন্তু ভারতের ব্যাঙ্কগুলিকে বিশ্বব্যাঙ্কের মাপকাঠিতে নিয়ে যাওয়ার সম্মতি জানানোর ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক নিরাপত্তার কোনও মিল নেই। উন্নতশীল দেশের নাগরিকদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে সরকারি সাহায্য প্রদান করা হয় তা এখানে কল্পনা করা যায় না সেইজন্য ভবিষৎ–এর কথা ভেবে সঞ্চয়ের প্রয়োজনে ব্যাঙ্কে টাকা আমানতের কথা ভাবতে হয়। কিন্তু আমানতকারীদের সঞ্চিত অর্থ আইন করে শেয়ার বাজারে খাটিয়ে আমানতকারীদের দেউলিয়া করে দেওয়ার চেষ্টা করলে আগামীদিনে রাজনৈতিক পাশা কিন্তু পাল্টে যেতে পারে। বাজপেয়ী সরকার ২০০০ সালে অনেক জনমুখী ,সমাজসেবামূলক কাজ করলেও শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের সুদ সাংঘাতিক ভাবে কমে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের রোষের স্বীকার হতে হয়েছিল এবং ২০০৪ সালে ইউ পি এ সরকারকে মানুষ ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলটির আগামী ২০১৯ সালে কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে।

আমাদের দেশে স্বল্পসঞ্চয়ের ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ আমানতকারীরা সহজে মেনে নেবে না। এবং আগামী দিনে অতিরিক্ত আর্থিক সংস্কার করতে গিয়ে গুজরাটের মতো ২০১৯ সালের কেন্দ্রীয় শাসকদলের জনসমর্থন কমতে পারে। প্রবীণ অবসর প্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মচারীরা তাদের পেনশন অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারিদের মতো নিয়মিত সংশোধন ও স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামের হার ও অন্যান্য কিছুর দাবির ভিত্তিতে সর্বভারতীয় অবসর প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের তরফ থেকে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক রিটায়াইরি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এর বিভিন্ন রাজ্যের তরফ থেকে আসা প্রতিনিধিদের নিয়ে দিল্লির আম্বেদকর ভবনে ২১ ডিসেম্বর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এর সাথে আমানতকারীদের সঞ্চিত অর্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে তারও প্রতিবাদ পত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন দেখা যাক এবারের শীতকালীন লোকসভা ও রাজ্যসভা অধিবেশনে এই বিষয়ে কতটা আলোচনা হয় সেই প্রতিক্ষায় ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা থাকল।

চাষির ধানের ঊর্ধ্বমূখী দাম নিয়ে পর্যালোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রতি বছর অগ্রহ্রায়ন–পৌষ মাসে চাষির অভাবী ধান বিক্রি নিয়ে প্রশ্ন থাকে। অথচ এ বছর দেখা যাচ্ছে বাজারে ধান ওঠার সময় থেকে খোলা বাজারে ধানের দাম বেশ চড়া যা অনেকক্ষেত্রে সরকারের সহায়ক মূল্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফলাও প্রচার করে রাজ্য সরকারের কৃতিত্ব নেওয়া শুরু হয়েছে। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মাটি উৎসবে ভোটের প্রচারে গিয়ে বলেই ফেললেন 'রাজ্যের চাষিরা ভাল আছে যেন পঞ্চায়েত ভোটের সময় চাষির ঘরের ভোটটা তৃণমূলের পাওনা। এই মূহূর্তে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সত্যি চাষির সুদিন কেন তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথমত এবারে প্রাকৃতিক কারণে ধানের উৎপাদন কম হয়েছে। পান্ডুয়ার চাষি শ্যামলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রাকৃতিক বিপর্যয়,শোষক পোকার আক্রমণে বিঘা প্রতি ফলন অনেক কম হয়েছে। গত বছর যেখানে বিঘেতে গড় প্রায় ১২ বস্তা ধান ফলেছিল সেখানে এবারে বিঘেতে গড় প্রায় ৮ বস্তা ধান হয়েছে। অর্থাৎ ১/৩ ভাগ ফলন কম হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে ফঁড়েরা প্রথম থেকেই বেশি দামে ধান সংগ্রহ করেছে যা আবার চাল কল মালিকদের পছন্দ নয়, কারণ তাতে চাষিকে ঠকিয়ে যে লাভের অঙ্ক থাকে তাতে কিছুটা টান পড়বে। সেইজন্য প্রথম থেকে খোলা বাজারে দাম চড়া থাকায় সরকার ধান ক্রয় করার সহায়ক মূল্যের দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। গত বছর যেখানে লাল স্বর্ণধান বিক্রি হয়েছে ১০৮০ থেকে ১১৬০ টাকার মধ্যে সেখানে প্রায় মরশুমের শুরু থেকে কুইন্টাল প্রতি মন্তেশ্বরে ১৫৩০ টাকা হুগলির বলাগড়ে ১৪৫০ টাকা,বীরভুমের দুবরাজপুরে ১৪৪০ টাকা অর্থৎ প্রতি কুইন্টাল ধান বেচে ৩০০–৩৫০ টাকা এবছরে চাষির বেশি লাভ হচ্ছে। স্বাভাবিক নিয়মে চাহিদার থেকে যোগান কম হওয়ায় তা অর্থনৈতিক কারণে সব সময় হয়ে থাকে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সরকারী উদ্যোগকে বিজ্ঞাপনের প্রচারের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

ধানের দাম বাড়ার দ্বিতীয় কারণ বাংলাদেশের বর্ডার দিয়ে প্রায় প্রতিদিন ১০০০০ টনের ওপর চাল ওপার বাংলায় চলে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে অবশ্য শেখ হাসিনা সরকারের কৃতিত্ব আছে কারণ অন্ত:শুল্ক কমিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে চাল রপ্তানীর উৎসাহ যোগাচ্ছে। কিন্তু আর একদিকে এইভাবে অনিয়নিন্ত্রত রপ্তানীর জন্য এবছরে খুব শীঘ্র কলকাতাবাসীকে ১০০ টাকারও বেশি দামে চাল কিনতে হবে। তাই এখানকার রাইস মিলের মালিকরা ধান থেকে চাল তৈরি করে মহাআনন্দে লাভ বেশি পাওয়ার জন্য বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে এর সাথে সরকারের সংগ্রহ মূল্যের কোন সম্পর্ক নেই।

সরকারের কাছে ধান বিক্রি করতে চাষির তীব্র অনীহা ফলে লাভের গুড় খাচ্ছে সেই আড়তদার। এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সকলের জানা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।অবশ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বর্তমান রাজ্য শাসক দলের ক্ষেত্রে এটা সুদিন আসছে বলা যায়।

বীরভূম

শীতে কাহিল জেলাবাসী

অভীক মিত্র : জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঝোড়ো ইনিংস শুরু করেছে শীত। যার জেরে নাজেহাল বীরভূম জেলার বাসিন্দারা। ৫ জানুয়ারি শ্রীনিকেতনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.২ ডিগ্রি। সকাল থেকে কুয়াশা ছিল। উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন দেরিতে চলাচল করছিল। ব্যাহত হয় স্বাভাবিক জনজীবন। 'নীল নির্জন' জলাধারের তীরে অবস্থিত চিনপাই গ্রাম। শীতল হাওয়া বয়ে যাওয়ার জন্য ঠান্ডার প্রকোপ বেশি। সন্ধ্যা হলে ঠান্ডার দাপটে শুনশান হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট। কাশি, সর্দি, জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই। এর থেকে বাঁচতে বাসক পাতার রস আর তুলসী পাতা ভরসা গ্রামগঞ্জের মানুষজনের। শীতকালে জমে উঠেছে পিকনিক। পাহাড়েশ্বর, চিনপাই 'নীল নির্জন', ম্যাসাঞ্জোর, দেউল পার্ক, মাইথন সহ বিভিন্ন জায়গায় জমে উঠেছে পিকনিকের ধুমধাম। পাল্লা দিয়ে জমে ওঠে মেলা। শান্তিনিকেতন পৌষমেলার পর বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের মেলা। সরস্বতী পুজোয় উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্নপ্রান্তে বসবে গ্রামীণ মেলা।

রাজ্যের বিরুদ্ধে তোপ বিহারের মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : তারাপীঠে এসে রাজ্যের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিহারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী সুরেশ শর্মা। অনলাইনে তারাপীঠ 'সোনার বাংলা' হোটেলের ঘর বুকিং করেছিলেন মন্ত্রী। রাজ্যকে আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও রাজ্য কোনও নিরাপত্তারক্ষী দেয়নি বলে অভিযোগ মন্ত্রীর। ঘর পছন্দ না হওয়ায় ১৫ হাজার টাকা ফেরত চায়। টাকা না দেওয়ায় হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসা হয় মন্ত্রীর অনুগামীদের ১ জানুয়ারি বিকালে। মন্ত্রীর গাড়ির চালক ও নিরাপত্তারক্ষীদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। পাল্টা মারধরের অভিযোগ করে হোটেল কর্তৃপক্ষ। রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরেরদিন সাংবাদিক বৈঠক ডেকে রাজ্যের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন বিহারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী সুরেশ শর্মা।

থানা ভাঙচুরের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ ডিসেম্বর মল্লারপুর থানা ঘেরাও ডেপুটেশন কর্মসূচি করতে যাওয়ার সময় বিজেপির মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিজেপি রাজ্য সম্পাদক শ্যামাপদ মন্ডল বলেন, 'পক্ষপাতিত্ব করে তাদেরকে থানায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা এখান থেকেই ফিরে যাব। কিন্তু এরপর যদি দেখি অন্য কোনও দলের প্রতিনিধিরা থানার চৌকাঠ পেরিয়েছে, তাহলে এই থানা রাখবো না। গুড়িয়ে দেব থানা'। যা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

বিজেপিকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ধমানে মাটি উৎসবের সূচনার পর তিনদিনের সফরে বীরভূম জেলায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। বোলপুর কঙ্কালীতলা মন্দিরে পুজো দেন। আহমেদপুর বিডিও অফিস মাঠে প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মুসলিম মহিলাদের পাশে থাকার কথা ভেবে আমরা তিন তালাক বিলের বিরোধিতা করিনি। কিন্তু বিজেপি সরকার যেভাবে ভুল পদ্ধতিতে বিল এনেছে তা আমরা সমর্থন করছি না।' বিরোধীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা গালিগালাজ করে সাধারণ মানুষ তাদের মুখে লিউকো প্লাস্টার লাগিয়ে দেবে। কেষ্টকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে বিরোধীরা।' সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পের শিল্যানাস এবং উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন, আশিস ব্যানার্জী, চন্দ্রনাথ সিনহা, অনুব্রত মন্ডল, অশোক চ্যাটাজী, নরেশচন্দ্র বাউরী, দুবরাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পীযূষ পান্ডে প্রমুখ। এদিন দুপুরে জয়দেব কেন্দুলিতে 'বাউল ও লোক উৎসবে'র সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। বিজেপিকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কয়েকটা ডাকাত সর্দারের জ্ঞান শুনবো না। চোর, ডাকাত, কুৎসাকারীরা শুধু মিথ্যা কথা বলছে। সাধারণ মানুষ যদি জ্ঞান দেয় তা শুনব, কোনত্ত ভিখারি যদি বলে তুমি ভুল করছ দিদি তার পা ধরে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু ডাকাত সর্দারদের কথা শুনবো না।' তারপর দুপুরে শান্তিনিকেতনের অস্থায়ী হেলিপ্যাড থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রত্তনা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

মেলায় তোরন বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিটফান্ড মালিক আনিশ আহম্মেদের ফ্ল্যাটের বিঞ্জাপন ব্যবহত হয়েছিলো রামপুরহাটের সরকারি বই মেলার তোরনে। আনিশ আহম্মেদ চিটফান্ড 'ফিডেক্স'-র মালিক। কয়েকমাস জেল খেটেছিল। কংগ্রেস শহর সভাপতি শাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, 'তৃণমূল দলটার বাড়বাড়ন্ত চিটফান্ডের টাকাই এই ছবিটিতেই আবার প্রমাণিত হল। তৃণমূল দলে ভালো মানুষেরা যোগ্য সম্মান পান না। আজ তাদের অবস্থা পুরানো খবরের কাগজের মতো তারা স্থান পেয়েছেন স্টোররুমে।' ডিওয়াইএফআই নেতা শ্রীমন্ত মুখ্যার্জী বলেন, 'চিটফান্ডের সরকারের কাছ থেকে আর কি আশা করা যাবে?' রামপুরহাট বই মেলার তোরন নিয়ে বির্তকের সৃষ্টি হতেই তড়িঘড়ি তোরন খুলে নেওয়া হয়।

পুরাতন বক্রেশ্বরে বনভোজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরাতন বক্রেশ্বর ভক্ত সঙ্ঘ প্রধান শ্রীদামানন্দ সরস্বতীর উদ্যেগে লোকপুর থানার পুরাতন বক্রেশ্বরে অনুষ্ঠিত হল বনভোজন। এখানে রয়েছে একটি নাতিশীতোষ্ণ জলের প্রাকৃতিক কুন্ড। মহাভারত যুগের ঋষি অষ্টাবক্র নিজের অভিশাপমুক্ত করতে প্রথম এসেছিলেন। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের নির্দেশে তিনি চলে যান আরও পূর্বে বর্তমান শৈবক্ষেত্র বক্রেশ্বরে। বীরভূম, বর্ধমান থেকে বহু মানুষ এসেছিল। প্রায় দু'হাজার মানুষ পঙক্তি ভোজন করে। শ্রীদামানন্দ সরস্বতী বলেন, 'সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই পবিত্রক্ষেত্রের উত্তরোত্তর উন্নয়ন করতে চাই। সবাই এগিয়ে আসুন।'

'রাধুনী পাগল' চাষে দিশা দেখাচ্ছে মাড়গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'রাধুনী পাগল' ধান চাষ করে দিশা দেখাচ্ছে মাড়গ্রাম 'ড: কুদরত-ই-খুদা গ্রামীণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশকেন্দ্র'। রাঢ় বাংলার মাটির উপযোগী সুগন্ধী চালের 'রাধুনী পাগল' ধানের চাষ আগে বীরভূম,

বাঁকুড়া ল্যাটেরাইট জমিতে হতে দেখা যেত। ক্রমে হাইব্রিড ধানের ফলে টিঁকতে না পেরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কল্যানী মোহনপুর কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় কৃষিবিভাগ তত্ত্বাবধানে এই ধানের বীজ তৈরি সংরক্ষণ করে এবং ১৩জন চাষিকে বিনা পয়সার ১৩ কেজি ধান দিয়ে বীজের পরিমাণ বৃদ্ধির দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে ১৩ জন, পরের বছর ৬০ জন, এইবছরেও নয়টি ব্লকের ৬০ জন চাষিকে দিয়ে জেলার নয়টি ব্লকের মধ্যে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে এই ভ্যারাইটি সংরক্ষণ ও প্রসারের চেষ্টা চালানো হয়। এইবছর ধানের ফলন সন্তোষজনক। যেহেতু এই ধান চাষের জন্য কোনো বাড়তি সারের প্রয়োজন হয় না তেমনি কীটনাশকও লাগে না। ফলে চাষের খরচ অনেক কম এবং বাজারে বিক্রয়মূল্য অনেক বেশি বলে চাষিদের অভিজ্ঞতায় এই ধানচাষ লাভজনক। গোবিন্দভোগের থেকে সুগন্ধী বেশি বলে বাজারে এর চাহিদা আছে। 'ঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারলে চাষিরা লাভের মুখ দেখবে' বলে আশাবাদী বিঞ্জানকমী মনিরুদ্দিন চৌধুরী। 'রাধুনী পাগল' চাল ৫০০ গ্রামের প্যাকেট ৪৫ টাকা এবং বীজ প্রতি কেজি ৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। বীজ কিনে নিয়ে গিয়ে অনেকে নিজে চাষ করছে।

পুর নজরদারির অভাবে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ব্যবহার আবার যেই কে সেই

অরিন্দম রায়চৌধুরী : প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত পুরসভার পক্ষ থেকে সম্প্রতি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর পাতলা প্লাস্টিক ও থার্মোকলের আসবাবপত্রের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানো হয়। এমনকি কমপক্ষে ৫০ মাইক্রোনের নিচে কোনও ক্যারিব্যাগ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। তবে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের আগে বারাসত পুর এলাকার সমস্ত বাজার সহ ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের একমাস সময় দেওয়া হয়। পরে প্রতিটি দোকানে প্লাস্টিক বন্ধের নোটিশও দেওয়া হয়।

পুরসভার পক্ষ থেকে মাইকিং করে চালানো হয় ব্যাপক প্রচার। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞাকে ব্যবসায়ীদের সকলে সম গুরুত্ব না দেওয়ায় পুরপ্রধান নিজে একটি টিম নিয়ে আচমকা হানাও দেন। বারাসত বড় বাজারের একটি দোকানিকে নিষিদ্ধ পাতলা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার হাতে নাতে ধরে ফেলেন। একদিনের জন্য শাস্তিস্বরূপ দোকানটিকে বন্ধও করে দেন। এরপর সমস্ত ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা একটু নড়ে চড়ে বসেন। কিছুদিন এই নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগের ব্যবহার প্রায় তলানিতে ঠেকে। কিন্তু নজরদারির ক্ষেত্রে পুর প্রশাসনের উদাসীনতার সুযোগে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ব্যবহার আবার প্রায় আগের মতোই শুরু হয়েছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'ডেঙ্গু নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এই নজরদারি শিথিল হয়ে পড়ে। খুব শীঘ্র একটা দল গঠন করে আবার অভিযান চালানো হবে।' উপপুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযোগ আমিও পেয়েছি। নজরদারি ও প্রচার আবার চালানো হবে। কিন্তু, একা সুনীল মুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলে তো হবে না। সমস্ত ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের এ বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন। কেননা এই পরিবেশ দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরা সকলেই।'

কানের দুল বন্ধক রেখে বাড়িতে শৌচাগার বানালেন সুবেদা বিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ : বাড়িতে শৌচাগার না থাকায় নিজের কানের সোনার দুল বন্ধক রেখে সেই টাকায় শৌচাগার নির্মাণের কাজ শুরু করলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সুবেদা বিবি। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের এই গৃহবধূ শঙ্করপুর ২৪ এসএইচজি গ্রুপের একজন কর্মী সদস্যা। গোষ্ঠীর কর্মসূত্রে মিশন 'নির্মল বাংলা' সচেতনতার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাকে।

কিন্তু নিজের বাড়িতে শৌচাগার না থাকায় তিনি নিজের কানের দুল বন্ধক রেখে এই দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে অনেক শৌচাগারহীন পরিবারকে প্রেরণা যোগালেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই মানবিক দৃষ্টান্ত দেখা গেল হরিহরপাড়া থানা এলাকার উত্তর পাড়ায়। মিশন 'নির্মল মুর্শিদাবাদ'কে সফল করতে এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ থেকে জেলাবাসী।

সুবেদা বিবি বিবাহের সূত্রে বসবাস করতেন হরিহরপাড়া ব্লকের শঙ্করপুর গ্রামে। সংসারে অভাবের টানে গত একবছর আগে সেই ভিটেবাড়ি বিক্রি করে উঠে চলে আসেন ওই এলাকার উত্তরপাড়া বাজার মোড়ে। সেখানে স্বামী ও দুই মেয়ের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন।

স্বামী মেসের আলি ফেরি করে বেড়ান ভিন রাজ্যে। এই অভাবের সংসারে কোনও রকমে বসবাস যোগ্য ঘরে থাকতে পারলেও কোনও রকম শৌচাগার বানাতে পারেননি তিনি। তাই নিজের কানের একজোড়া দুল বন্ধক রেখে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাড়িতে শৌচাগার বানানোর কাজ শুরু করেন তিনি। গোষ্ঠীর কর্ম সূত্রে নির্মল বাংলা গড়তে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সুবেদা বিবির এই প্রচেষ্টা কে সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলা শাসক পি উলগানাথন। সুবেদা বিবির এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন সুবেদা বিবির এই উদ্যোগ গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে বাড়িতে শৌচাগার বানানোর উৎসাহ দেবে।

অভিষেকের জনসভার প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাতগাছিয়া বিধানসভার বুড়ুলে ১৩ জানুয়ারি দুপুর ২টায় বিশাল জনসভা। সেই সভাকে সফল করার জন্য বজবজ নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস বাওয়ালীর সঞ্চিতা কলাভবনে গত ১০ জানুয়ারি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেছিল। উপস্থিত ছিলেন জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি বিধায়ক সওকাত মোল্লা, সাতগাছিয়ার বিধায়ক সোনলী গুহ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, জেলার কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, যুবনেতা সেখ বাপী, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সওকাত মোল্লা বলেন, বুড়ুলে ঐতিহাসিক জনসভাকে সফল করতে সকলকে উদ্যোগ নিতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজা রাখতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এফআর ডিআই বিলের প্রতিবাদে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা। সভা সঞ্চালনা করেন বজবজ-২ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি তাপস চক্রবর্তী।

শুরু হল ২৬৩তম সঞ্চিতা মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম শিশু কিশোর উৎসব ও মেলা সঞ্চিতা মেলা ১২ জানুয়ারি শুরু হল। চলবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলা উপলক্ষে একটি সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়িতে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি নিয়ে মশাল দৌড় হয়। আমেরিকান কনসাল জেনারেল ডাঃ ক্যারিগ এল হল মেলার সূচনা করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। আবৃত্তি, সঙ্গীত, ক্যুইজ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। মেলার কর্ণধার স্বপন রায় জানালেন, মেলায় কোনও প্রবেশ মূল্য নেই। মেলায় সবাইকে আমন্ত্রণ।

মৈপিঠে চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমিবোধ অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে এবং শ্রীশ্রীকনকমাতা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও রোটারি ক্লাব অফ নর্থ সেণ্ট্রাল এর উদ্যোগে আগামী ২১শে জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে বিভিন্ন রোগের সুচিকিসার উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ ডাক্তার মণ্ডলী দ্বারা এক ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। সুন্দরবনের মৈপিঠ বদ্বীপের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে এই চিকিৎসা শিবির সকাল ৭-৩০ টায় শুরু হবে, চলবে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। এই শিবিরে সাত জন অভিজ্ঞ ডাক্তার (হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক) উপস্থিত থাকবেন। এ ছাড়া, গ্রামবাসীদের কথা ভেবে ওখানে একটি স্থায়ী মেডিসিন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথাও ভাবা হচ্ছে।

শ্রমিক মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার জীবনতলা, গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং ব্লক নিয়ে রাজ্য শ্রমদফতরের উদ্যোগে এক শ্রমিক মেলা অনুষ্ঠিত হল ক্যানিংয়ের সঞ্জয় পল্লীতে। বুধবার শ্রমিক মেলার উদ্বোধন করেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলা সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ি, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার অর্ঘ্য চৌধুরী, জেলা কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সাহাজাহান মোল্লা, ক্যানিং ১নং ব্লক সভাপতি পরেশ রাম দাস, ক্যানিং ২নং ব্লক সভাপতি শোয়েব শেখ, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নীলিমা করণ সহ শ্রমদফতরের আধিকারিকগণ। এদিন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অসংগঠিত শ্রমিকদেরকে চিকিৎসা, মৃত্যুকালীন, পড়াশোনার খরচ হিসাবে ২৫০০ হাজার অসংগঠিত নির্মাণকর্মী, পরিবহন কর্মীদেরকে রাজ্যের শ্রমদফতরের দেওয়া এককালীন সাহায্য তুলে দেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ। অনুষ্ঠানে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন এসেছিলেন।

পর্দার পিছনে তিন তালাক

প্রথম পাতার পর

যার কুফল আগামী বেশ কিছু প্রজন্ম ধরে যে তাদের ভুগতে হবে তা বলাইবাহুল্য। ভারতে যখন ব্রিটিশরাজ ছিল তখন থেকেই নাকি বাঙালির ইংরেজি ভাষার প্রতি আলাদা টান জন্মায়। সেজন্যই হয়তো আজও ঝরঝরে ইংরেজি বলায় সারা দেশে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। আদব-কায়দায় বাঙালির মধ্যে যে ব্রিটিশ ভাবভঙ্গি সঞ্চারিত হয়েছিল তা তৎকালীন জমিদার, রায়বাহাদুরদের মতো রাঘব বোয়ালদের দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায়। বস্তুত এসব নিয়েই কথা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র 'বাবু' সম্প্রদায়কে বারংবার তুলে এনেছেন তার লেখায়।

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সবাই যে একেবারে ইংরেজ তাবেদার হয়েছেন তা নয়। নানা প্রজন্মে জুড়ে এ বাংলায় আবির্ভাব ঘটেছে রামমোহন, স্বামিজী থেকে নেতাজি সুভাষদের। যাঁরা একাধারে ইংরেজের চোখে চোখ রেখে অনর্গল ইংরেজি ভাষায় যেমন কথা বলতে পারতেন, তেমনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধও করেছিলেন বৃহত্তর লড়াইয়ে।

পাশাপাশি সমাজ সংস্কারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাশ্চাত্যের আধুনিক মনস্ক নীতিকে গ্রহণ করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেন নি তাঁরা। উদার মনস্ক বিদেশিদের হাত ধরে বহু বৈপ্লবিক সংস্কার সংগঠিত হয়েছে এ বাংলা তথা দেশের বুকে। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক, ভগিনী নিবেদিতাদের অবদানের কথা তাই সমানতালে উল্লেখ করতে হয় রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠলে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লেখায় সবসময় দেশের উন্নতির জন্য যুব সমাজ ও নারী জাতির বিকাশের কথা বলেছেন। তাঁর সাফ কথা, যে দেশ বা জাতি নারীদের উন্নয়নের কথা ভাবে না তাঁরা কোনওদিন সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। অথচ এদেশেই যখন বিভিন্ন আইনসভায় ৩৩ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধির কথা ওঠে তখন রে রে করে তেড়ে ওঠনে লালু-মুলায়মের মতো একশ্রেণির ভুঁইফোর নেতা। রাজনৈতিক সংকীর্ণতার জটিল পাকচক্রে জড়িয়ে স্বনামধন্য রাজনৈতিক দলও তাদের পিছন থেকে মদত দেয়।

একবারেও ভেবে দেখে না বেদ-উপনিষদ-পুরাণেও নারীর অগ্রগতির কথা বারবার তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, খনারা সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই নারী জাতির সম্মান বাড়িয়ে চলেছে। যে দেশ নারী গরিমায় এতটাই সমৃদ্ধ সেখানেই এখন নির্ভয়ার মতো পৈশাচিক কাণ্ড ঘটে দেশের নানা প্রান্তে। যে লালসা থেকে বাদ যায় না কয়েক মাসের শিশু কন্যা থেকে সত্তরোর্দ্ধা বৃদ্ধা।

চক্রান্তে বন্ধ পৌষালি মেলা

প্রথম পাতার পর

একারণে এই মেলা পরিচালনা করতে গিয়ে উল্টে ধার দেনা হয়ে যায়। কিন্তু হাল ছাড়িনি আমরা। এ কারণে নয় নয় করে প্রায় আড়াইশো স্টলে পরিণত হয়। এই মেলাকে কেন্দ্র করে এতগুলি পরিবারের অন্ন সংস্থান জড়িয়ে ছিল। এই মেলা চলাকালীন প্রতিদিন চলত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন শিল্পীরা তাতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমন্ত্রিত হতেন। মেলা থেকে উদ্বৃত্ত অর্থে প্রতিবছরই প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা হিসেবে দান করা হত।' উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, গত বছর বারাসত জেলা হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে, যেটি সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সাংসদ তহবিলের অর্থে তৈরি হয়, সেখানে পুরুষ ৩ ও মহিলা ৩ মিলিয়ে মোট ৬টি শয্যাতেই হাওয়া বিছানা (এয়ার ম্যাট্রেস) প্রদান করা হয়। এবছর ৫টি স্ট্রেচার ট্রলি ও ৫টি হুইল চেয়ার প্রদানের কথা ছিল। এই মর্মে হাসপাতালের সুপারকে আমরা চিঠিও দিয়েছিলাম। কিন্তু মেলা বন্ধ হওয়ায় তা আর হল না।' এবারে মেলাটি বন্ধের কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় রাজদীপ বলেন, 'পুরসভা, থানা, দমকল, বিদ্যুৎ সহ প্রয়োজনীয় সর্বস্তরের অনুমোদন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও একটা অশুভ শক্তি এবং কিছু স্বার্থান্বেষী, অপসংস্কৃতিবান মানুষের চক্রান্তে এবছর পৌষালি মেলাটি আয়োজন করতে পারলাম না।'

এজন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যবসায়ী, শিল্পী ও স্থানীয় নাগরিকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি আগামী দিনে এই মেলাকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনার আশার কথাও জানান তিনি।

সাগরমেলা শুরু প্রস্তুত প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

জল-স্থল-আকাশ পথে নজরদারি চলছে নিরন্তর। সূত্রের খবর রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে মূল টক্কর হবে বিজেপির । রাজ্য রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ তৈরি হওয়ায় এক শ্রেণির দেশ বিরোধী জেহাদি শক্তি উস্কানিমূলক প্রচার চালিয়ে দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্র করছে। গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা আসে। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে জেহাদিরা। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে সতর্ক করেছে। প্রশাসন পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। ড্রোন, কয়েকশো ক্যামেরায় আবিষ্ট গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ। এছাড়াও ভীড় সামলাতে অভিজ্ঞ ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট টিমকেও আনা হয়েছে। সৈন্যদের তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে সর্বত্রই। স্যাটেলাইট ফোনের সাথে সাথে কাজ করে চলেছে হ্যাম রেডিও, তাদের ভলান্টিয়াররা ইতিমধ্যে নেমে পড়েছেন কাজে। ১২ তারিখের এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন পর্যাপ্ত পরিমাণের ভেসেল এবং লঞ্চ প্রস্তুত। ১০০টির মতো এনজিও কাজ করে চলেছে মেলাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালন করতে। বিভিন্ন পয়েন্টে কোস্টগার্ড, কয়েক হাজার সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার সহ ভারত সেবাশ্রমের ভলান্টিয়াররাও কাজে লেগে পড়েছে। এছাড়াও পরিস্কার পরিচ্ছন রাখবার জন্য ১০ হাজার শৌচাগারেরও ব্যবস্থা করেছে পিএইচ দফতর। যোগাযোগ সংযোগের জন্য বিএসএনএল নতুন ধরনের জিনিসপত্র নিয়েও প্রস্তুত। সবাই মিলে লেগে পড়েছে গঙ্গাসাগরকে এবং পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা দিতে।

দুশো বছরে পদার্পণ করল হুগলি জেলা সংশোধনাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুশো বছরে পদার্পণ করল হুগলি জেলা সংশোধনাগার। পরাধীন ভারতবর্ষে ডাচ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসি, ব্রিটিশ বিভিন্ন বিদেশি শক্তির উপনিবেশ গড়ে ওঠে এই দেশের বিভিন্ন স্থানে। এই সকল বিদেশি শক্তি তাদের প্রশাসনিক কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন গড়ে তোলেন। এমনই এক ভবন হল হুগলি জেলা সংশোধনাগার। বর্তমান হুগলি জেলা সংশোধনাগার সূত্রে জানা যায়, ১৭৯৬ খ্রীঃ এই ভবনটি প্রথম অস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ১৮০৫ - ০৬ খ্রীঃ এই সংশোধনাগারটি চুঁচুড়া ইমামাবাড়ার কাছে স্থায়ীভাবে গড়ে তোলা শুরু হয়। ১৮১৭ খ্রীঃ এই ভবন তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে দুশো বছর পদার্পণ করল এই সংশোধনাগার। পরাধীন ভারতবর্ষ তথা বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই সংশোধনাগারের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কারণ, ইংরেজ আমলে এই কারগারেই বন্দী ছিলেন বিখ্যাত 'অগ্নিবীণা' কবিতার রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লেখার জন্য তৎকালীন শাসকদল তাঁকে ১ বছরের জন্য কারারুদ্ধ করেন। তিনি এই কারাগারে ১৪.০৪.১৯২৩ - ১৮.০৬.১৯২৩ পর্যন্ত বন্দী ছিলেন। বন্দীদশায় ইংরেজ সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি কারাগারে প্রায় ৩৯ দিন অনশন করেন। কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি বিজরিত এই কারাগারটি বর্তমানে সংশোধনাগারে পরিণত হয়েছে। যে সেলটিতে তিনি থাকতেন তা সংরক্ষণ করা হয়েছে। স্থানীয় নজরুল স্মৃতি রক্ষা কমিটি প্রতিবছর নজরুল জন্ম জয়ন্তী ও নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে থাকে। দুশো বছরে পদার্পিত এই সংশোধনাগার ভবনটি একতলা বিশিষ্ট। সংশোধনাগারে জেল সুপারের অফিস ছাড়া রয়েছে পুরুষ বন্দীদের প্রায় ১০ টা ওয়ার্ড ও ২ টো সেল। অন্যদিকে মহিলা বন্দীদের জন্য প্রায় ১ টা ওয়ার্ড ও ১ টা সেল রয়েছে। বর্তমানে এই সংশোধনাগারে মোট বন্দীর সংখ্যা প্রায় ৩৭২ জন। এর মধ্যে প্রায় ২৩ জন মহিলা বন্দী। মহিলা বন্দীদের সঙ্গে তাদের সন্তানরাও থাকে এই সংশোধনাগারে। জেল সুপার সূত্রে জানা যায়, যেহেতু বাচ্চাদের বয়স এখনও ৬ বছরের নিচে তাই তাদেরকে এখনও পর্যন্ত হোমে পাঠানো হয় নি। তাদের মায়েদের সঙ্গেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। বেলুর মঠ থেকে শিক্ষকরা এসে এদের পড়িয়ে যান। এই সংশোধনাগার ইংরেজ আমলে জেলখানা হলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বর্তমানে এই ভবনটি সংশোধনাগারে পরিনত হয়েছে। এখানে শুধু যে অপরাধীদের বন্দী করে রাখা হয় তা নয়, তাদের মন থেকে অপরাধমূলক মানসিকতা দূর করার জন্য ও তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য এখানে বন্দীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বলে সংশোধনাগার সূত্রে জানা যায়। যেমন বন্দীদের গান শেখানো, সাক্ষরতা অভিযান, বই পড়ার জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদান, ফুটবল, দাবা, ক্যারাম খেলার ব্যবস্থা করা, রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা বন্দীদের ৬ মাসের টেলারিং প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা এই সংশোধনাগারেই। ইতিমধ্যেই এই সংশোধনাগারের বন্দীদের কেঁচো সার তৈরীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই সংশোধনাগারে ১ জন সুপার সহ ১ জন চিফ কন্ট্রোলার, ২ জন সহকারী কন্ট্রোলার এবং ওয়েলফেয়ার অফিসার কর্মরত।

মহানগরে

কৃষিতে কৃষ্টি বাড়ানোর অভিনব কর্মশালা

রিম্পি ঘোষ: সারা দেশে প্রায় ৬৮০ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে। প্রায় ১১ টি আঞ্চলিক অফিস আছে। কলকাতার সল্টলেকের কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র দেখাশোনা করে। সারা রাজ্যে প্রায় ১৮ টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি ও উত্তর ২৪ পরগনার ৩ টে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র খোলার প্রক্রিয়াতে আছে। ২০২২ সালের মধ্যে আয় দ্বিগুণ করার সরকারী পরিকল্পনা গৃহীত হলেও বাজার, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জল ব্যবস্থাপনা এই তিনটে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কৃষকদের। এই তিনটে সমস্যার সমাধান হলে কৃষির অবস্থাই পাল্টে যাবে। পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কৃষি সাংবাদিক ও কৃষকদের নিয়ে আয়োজিত একটি সেমিনারে এসে এমনটাই জানালেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের আটারি অধিকর্তা (ডিরেক্টর) এস.এস. সিং। তিনি ছাড়া এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অরুণাশীষ গোস্বামী, নিবন্ধক শ্যামসুন্দর দানা প্রমুখ। এই সেমিনারে প্রায় ২১৫ জন কৃষক ও প্রায় ৩৫ জন কৃষি সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার সূত্রে জানা যায়, পশ্চিম মেদিনীপুরে গড়বেতাতে নতুন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের জন্য জমি পাওয়া যাবে। নতুন জেলা ঝাড়গ্রামের লোধাশুলির প্রায় ৪০ একর জমিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কেন্দ্রে গড়ে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয় আসন্ন জুলাই মাস থেকে কৃষি সাংবাদিকতার ওপর ৬ মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স করার পরিকল্পনা আছে। এই সেমিনার সূত্রে জানানো হয় প্রায় ৫৫ টি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প নিয়ে গবেষণার কাজ চলছে। গত প্রায় ২৪ বছরে প্রায় ৮০টির মত গবেষণার প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হয়েছে। প্রায় ৪০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে রয়েছে। প্রায় ৩৪২টি ব্লকের কৃষি গবেষণা উন্নয়নের (এআরডি) মাধ্যমে কৃষকদের কাছে এই প্রকল্প পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে হাঁসের মাংস বাজারজাতকরণ করার চেষ্টা চলছে। আদিবাসীদের প্রাণীপালনের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা নিয়ে গৃহীত প্রকল্পে ২০১৬ – ১৭ সালে ঝাড়গ্রাম জেলার ৪ টি ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের ৪ টি গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী – ১ ব্লকের ৪ টে গ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া – ও হাবড়া – ২ ব্লক মিলিয়ে প্রায় ১৮৩ জন চাষিকে নির্বাচিত করা হয়। পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান ব্লকের ২ টো গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও বীরভূমের সব মিলিয়ে ২০১৭ – ১৮ সালে আরও ২৬০ জনকে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কেন্দ্র ২০০১ – ০২ সালে হরিণঘাটায়, ২০০৮ – ০৯ সালে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে গড়ে ওঠে।

২০১৪ – ১৫ সালে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ ব্লকের বেনিয়াপুকুর ও বামুনিয়া গ্রাম দুটি, ২০১৫ – ১৬ সালের ঝাড়গ্রাম ব্লকের কয়েকটি গ্রামকে গ্রহণ করা হয়। ঝাড়গ্রামে গ্রামীণ সম্প্রসারণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম ব্লকের ৩ টে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৫০ টি গ্রামে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা শুরু হয়েছে। এছাড়া, সর্বভারতীয় সমন্বিত ছঅগল উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ছাগল পালন করা হচ্ছে। এই সেমিনারে উত্তর ২৪ পরগণা ও জলপাইগুড়ি মিলিয়ে প্রায় ৮ জন চাষী থাইল্যান্ডের রঙিন মাছ, বনরাজ মুরগী, পানচাষ ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডেয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রায় ১৩ টি বিষয়, ডেয়ারি টেকনোলজিতে প্রায় ৭ টি বিষয়, ডেয়ারি কেমিস্ট্রিতে প্রায় ৮ টি বিষয়, ডেয়ারি মাইক্রোবায়োলজিতে প্রায় ৬ টি বিষয়, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবস্থাপনায় প্রায় ২৩ টি বিষয় পড়ানো হয়। ডেয়ারি টেকনোলজি, মৎস্য বিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান মিলিয়ে মোট তিনটি ফ্যাকাল্টি আছে। ১৮৯৩ সালের প্রতিষ্ঠালগ্নে বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজের সঙ্গে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুক্ত ছিল। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ওই বছরই বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এটি যুক্ত হয়। ১৯৯৫ সালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৫২তম সমাবর্তনে দ্বিশতাধিক ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই) তাদের তেজপুর কেন্দ্রে সংখ্যাতত্ত্ব পদ্ধতি ও প্রয়োগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে মোট আসনের অর্ধেক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। আইএসআই-এরঅধিকর্তা অধ্যাপক সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ইনস্টিটিউটের কলকাতা ক্যাম্পাসে আয়োজিত ৫২তম সমাবর্তনের অনুষ্ঠানে একথা জানান। সংখ্যাতত্ত্ব; অঙ্ক; কম্পিউটার

বিজ্ঞান; কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স অ্যান্ড কোয়ালিটি; রিলায়েবিলিটি অ্যান্ড অপারেশন্‌স রিসার্চ ক্ষেত্রে ১৬ জন ছাত্রছাত্রীকে আজকের অনুষ্ঠানে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। অন্যান্য ১৯৯ জন স্নাতক ছাত্রছাত্রীকেসংখ্যাতত্ত্ব; অঙ্ক; গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান; কম্পিউটার বিজ্ঞান; কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এবং অপারেশন্‌স রিসার্চ-এর ক্ষেত্রে ডিগ্রি এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। নোবেল পুরস্কারপ্রাপক পদার্থ বিজ্ঞানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড জোনাথন গ্রস সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে অধ্যাপক গ্রস বলেন, বিগত ৩০০ বছরের গবেষণায় উঠে আসা সংখ্যাতত্ত্ব বিজ্ঞানের সহযোগিতা ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান এগিয়ে যেতে পারবে না। অধ্যাপক গ্রস বলেন, ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পড়াশোনা বা গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আগামী বছরগুলির হয়তো সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। তাই, তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়কে বেছে নিতে হবে এবং সম্ভব হলে তা এখনই করতে হবে বলে অধ্যাপক গ্রস পরামর্শ দেন।

আইএসআই-এর প্রেসিডেন্ট ডঃ বিজয় কেলকার, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরান্ট ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথমেটিকাল সায়েন্সেস-এর অধ্যাপক এস আর এস ভারাধান, আইএসআই-এর ডিন অফ স্টাডিজ ডঃ অমিতা পাল সহ আরও অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে প্রকল্প পরিচয়

বরুণ মণ্ডল

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, স্বাস্থ্য সাথী বিমা প্রকল্পের আওতায় স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদেরও আনা হচ্ছে। মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদেরও এই বিমা প্রকল্পে আনার কথা, মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নাম অনুমোদন করলে সরাসরি তা উচ্চশিক্ষা দফতরে জমা দিতে হবে।

স্বাস্থ্য সাথী

দফতরের নাম : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর

রাষ্ট্রমন্ত্রী : চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)

উদ্দেশ্য : উন্নতমানের আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রত্যেক প্রান্তিক মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়া। এবং সেটি স্বচ্ছতা ও আধুনিকতার পাশাপাশি অত্যাধুনিক ই-প্রযুক্তি ব্যবহার করে। রাজ্যের কয়েক লাখ আইসি-ডিএ (ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম) কর্মী, আশাকর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, হোমগার্ড, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, অর্থ দফতরের অনুমতিক্রমে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মুখে আজ হাসির ঝলক।

অন্যান্য স্মার্ট কার্ডের মতো এই কার্ড নিয়ে সমস্ত সরকারি হাসপাতালসহ ৭০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাওয়া যেতে পারে। ক্যাশলেস হিসেবে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ওই কার্ডধারীর পরিবারের যে কেউ, বছরে চিকিৎসা পাবেন। বিশেষ জটিল রোগের ও অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার আওতায় থেকে চিকিৎসা করা যাবে।

রাজ্য সরকার এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় ১৯০০ বেশি ধরনের রোগের চিকিৎসার সুবিধা দেবে। হাসপাতালে থাকাকালীন সমস্ত চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ, খাবার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেবে। এছাড়া যাতায়াত ভাড়া বাবদ ২০০ টাকা এবং ভর্তির একদিন আগের ও ছাড়া পাওয়ার পরের পাঁচ দিনের ওষুধও বিনামূল্যে দেবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে মোবাইল অ্যাপস চালু হয়ে গিয়েছে। এছাড়া রয়েছে ফেসবুক, ট্যুইটার এবং টোল-ফ্রি নম্বরে (১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪) সমস্ত তথ্য জানা এবং অভিযোগ জানানোর সুবিধা। এছাড়াও ওয়েব পেজ : www.swsthasathi.gov.in-এ সমস্ত তথ্য জানা যাবে। একেবারে প্রান্তিক এলাকাতেও কোন সরকারি-অসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসকের নাম, কাছাকাছি কোথায় কোন ধরণের 'সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল' রয়েছে, কোন হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স-আইসিইউ (ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট) রয়েছে ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি তথ্য হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ।

কারা আবেদন করবেন : সিভিক-গ্রিন-ভিলেজ-সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স, বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মী, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী (ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্স), হোমগার্ড, আইসিডিএস কর্মী ও সহকারী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, পঞ্চায়েতিরাজ ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা-শ্রমিক, পুর এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আশাকর্মী, অনারারি হেলথ ওয়ার্কার্স, অর্থ দফতরের অধীনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা শ্রমিকেরা আবেদন করবেন। স্বামী বা স্ত্রী তাঁদের ওপর নির্ভরশীল পিতামাতা ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ি এবং ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়ে প্রত্যেকে এই স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাবেন। এছাড়াও ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবার এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৭-র ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন করে যাঁদের নাম স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হল : পার্শ্বশিক্ষক, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্র – মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিতা; রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্প ও রাষ্ট্রীয় নগর স্বাস্থ্য প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক কর্মী থেকে আশা সুপারভাইজার এবং রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য প্রকল্পের চিকিৎসক; চুক্তিভিত্তিক হোমিওপ্যাথি, আর্য়ুবেদজ্ঞ ও ইউনানী চিকিৎসক ও কম্পাউন্ডার; রাজ্যের আর্বান এমপ্লমেন্ট প্রকল্পে নিযুক্ত সাফাই ও অন্যকর্মী; নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধি; বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং নগরীয় স্থানীয় সংস্থার কর্মচারী; অর্থ দফতরের নির্দিষ্ট অনুমতিক্রমে নিযুক্ত এবং ট্রেজারির থেকে বা অনুদান থেকে বেতন দেওয়া হয় এমন চুক্তিভিত্তিক কর্মী; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারী এবং পরিবার; অনুমোদিত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা , কর্মচারী এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

যোগাযোগ : প্রতি জেলায় ব্লকস্তরে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস, শহর ও শহরতলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও পুরসংস্থা এবং ২৪ ঘন্টা চালু থাকা টোল-ফ্রি নম্বর : ১৮০০-৩৪৫-৫৩৮৪-এ যোগাযোগ করতে হবে।

সুফল বাংলা প্রকল্প

* দফতরের নাম : কৃষি বিপণন দফতর, পূর্ণমন্ত্রী : তপন দাশগুপ্ত,

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ২০১৪-র ২৯ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্প চালু হয়। চাষিদের কাছ থেকে লাভজনক দামে সরাসরি কৃষিজ পণ্য সংগ্রহ করে, যুক্তিযুক্ত দামে, তা রাজ্যবাসীর কাছে চলমান অথবা স্থায়ী বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়। এইসব 'সুফল বাংলা' বিপণিতে এক ছাদের তলায় সবজি, ফল, দুধ, দুধজাত সমস্ত দ্রব্য, চাল, সমস্ত ধরণের সুগন্ধি চাল, ডাল, মাছ, মাংস (হরিণঘাটা ব্র্যান্ডের সমস্ত ধরণের)। ঘি (সুন্দরিণী কাউ ঘি বা বাঁকুড়া কংসাবতী ঘি) ডিম, কোয়েল পাখির ডিম, মধু, মুড়ি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত ৫৫টি স্থায়ী বিপণি ও ১০০-র অধিক অস্থায়ী বিপণি খোলা হয়েছে। হুগলি জেলার সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার এই প্রকল্পের মুখ্য কেন্দ্র। প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রতিদিন কৃষিপণ্য ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য প্রচার করা হয়।

* কারা আবেদন করতে পারবেন : ফসল বিক্রির জন্য ব্যক্তি-কৃষক এবং কৃষক দল নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন এবং নিবন্ধীকৃত ফার্মার্স প্রোডিউসারস কোম্পানি লিমিটেডগুলি বিপণি পরিচালনার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

* যোগাযোগ : কৃষিজ বিপণন দফতরের 'প্রকল্প ব্যবস্থাপন ইউনিট' (প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট) এই প্রকল্প পরিচালনা করে। উল্টোডাঙার উত্তরাপণে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে অথবা জেলা ও মহকুমার সংশ্লিষ্ট কৃষি বিপণন দফতরের যোগাযোগ করতে পারেন। ওয়েবসাইট : www.sufalbangla.in।

সবুজশ্রী প্রকল্প

* দফতরের নাম : বন দফতর, পূর্ণমন্ত্রী : বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ

* প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে জন্মগ্রহণের পরপরই একটি মূল্যবান গাছের চারা দেওয়া হচ্ছে। ওই চারটি শিশুর নামে লাগাতে হবে এবং শিশুর সঙ্গে সঙ্গে চারাটিও বড়ো হবে। শিশুর পরিবার চারাটিকে ও শিশুকে সযত্নে লালনপালন করবে। শিশু বড়ো হলে শিশুর প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে। এর ফলে শিশুটির ভবিষ্যতের আর্থিক সুরাহার পাশাপাশি গাছটি 'জীবজগৎ'কেও এতোগুলো বছর ধরে অনেক কিছুই দেবে। তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬-র ১৯ ডিসেম্বর এই প্রকল্পের সূচনা করেন।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের প্রতিটি নবজাতক এবং পরোক্ষাভাবে প্রতিটি রাজ্যবাসী। এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে 'সবুজ বাংলা' গড়ে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃতি ও মানবসন্তানের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্কও অনুভূমি গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে তা অভিনব।

প্রকল্পের সুযোগ কারা পাবেন : রাজ্যের নবজাতকরা।

যোগাযোগ : প্রতিটি শিশু জন্মানোর পর বন দফতর থেকে তার বাবা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই চারা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষাশ্রী প্রকল্প

দফতরের নাম : অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর এবং আদিবাসী উন্নয়ন দফতর।

পূর্ণমন্ত্রী : চূড়ামণি মাহাতো এবং জেমস কুজুর

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এই প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে থাকা পরিবারের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতি দরিদ্র প্রতিটি রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। একদিকে খাদ্যের ব্যবস্থা অন্যদিকে পড়াশোনা। ফলে শিক্ষাশ্রী, আজ রাজ্যের প্রতিটি তফসিলি জাতি ও তফশিলি আদিবাসী পরিবারের কাছে 'মুক্তির আলো' এনে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের অর্থে নিজের ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজের মূল স্রোতে মিশবে- একজন তফসিলি জাতি বা তফসিলি আদিবাসী পিতামাতার কাছে এটাই অনেক বড়ো পাওনা। আর তাঁদের এই ইচ্ছে পূরণ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তফসিলি জাতির ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৭৫০ টাকা হারে এবং অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে এবং তফসিলি আদিবাসীর ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য বার্ষিক ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

কারা আবেদন করবেন : পরিবারের সারা বছরের আয় ২.৫ লক্ষ টাকা বা তার কম হতে হবে। ছেলে বা মেয়েকে তফসিলি জাতি বা তফসিলি আদিবাসী হতে হবে এবং কোনও সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে হবে। আবেদন করতে হবে নিজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছে। টাকা পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কে ছাত্রছাত্রীর নিজের নামে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। ওই অ্যাকাউন্ট খোলবার ব্যবস্থাও রাজ্য সরকার করে দিয়েছে। সাংসদ বিধায়ক বা বিধায়িকা পুর প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্য, সভাধিপতি অথবা সরকারি গেজেটেড অফিসারদের দিয়ে বার্ষিক আয়ের প্রমাণপত্রসহ আবেদনপত্র বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে।

যোগাযোগ : বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখে ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক তথ্য একসঙ্গে নিয়ে তা মহকুমাশাসকের অফিসের মাধ্যমে 'জেলার প্রকল্প আধিকারিকে'র কাছে অর্থবরাদ্দ করার জন্য পাঠাবেন। শিক্ষাশ্রী'র অর্থ সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগের ওয়েবসাইট : www.anagrasarkalyan.gov.in/www.adibasikalyan.gov.in

বেহালা পন্যশ্রী বিবেকানন্দ কাননে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দর ১৫৪তম জন্মদিবস উদজাপন করা হল ১২ জানুয়ারি। উপস্থিত ছিলেন ১৩২ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্র। ছবি: অররুণ লোধ

রাস্তা, হাইওয়ে, জাহাজ, রাসায়নিক এবং ফার্টিলাইজারের প্রতিমন্ত্রী মনসুখ এল মান্ডাভিয়া উদ্বোধন করলেন ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ভেসেল টাগ ফ্লোটিলা কলকাতার জি আর জেটিতে ১১ জানুয়ারি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ভিনীত কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এই টাগে রয়েছে দুটি প্রোপিলার, ১৪টি বোলার্ডপুল এবং দুটি ১০০০ টনের ড্যাম্প ব্যারেজ যাতে নদীপথে জাহাজি দ্রব্য নিয়ে যাওয়া যাবে।

এখনও জনপ্রিয়তা হারায়নি সার্কাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমানে মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট পরিষেবা বিশ্বায়নের যুগেও এতটুকু জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি সার্কাসের। সার্কাস থিয়েটার, যাত্রাপালার মতোই এক শিল্প যেখানে শিল্পীরা তাঁদের নানান কেরামতি দেখিয়ে থাকেন। নিত্য, নতুন খেলা, কেরামতি দিয়ে তাঁরা দর্শকদের মনোরঞ্জন করে থাকেন। সার্কাসের বিশেষত্ব হল এই যে মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পশু, পাখিরাও এই দর্শক মনোরঞ্জনকারী কাজে সামিল হয়। 'সার্কাস' এই দেশের বহু প্রাচীন মনোরঞ্জনকারী শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম একটি। গ্রাম-বাংলার টিভির প্রচলন হওয়া বহু আগে থেকেই মানুষের বিশেষত শিশুদের মধ্যে এই সার্কাসকে ঘিরে বিশাল জনপ্রিয়তা তৈরি হয়। সেই জনপ্রিয়তা আজও অটুট রয়েছে। অন্তত এমনটাই বক্তব্য সার্কাস কোম্পানিগুলির। এমনই একটি সার্কাস কোম্পানি হল অলিম্পিক সার্কাস। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এই সার্কাস কোম্পানিটি গড়ে ওঠে। কোম্পানির ম্যানেজার জানান, অসীম ভৌমিক জানান, সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা সার্কাস দেখান। এই মুহূর্তে চন্দননগরের হাসপাতাল মাঠে এই কোম্পানি সার্কাস দেখাচ্ছে। কোম্পানিতে প্রায় ৪০-৪৫ জন ছেলে মেয়ে আছেন যাঁরা সারা বছরে বিভিন্ন স্থানে সার্কাস দেখান। এছাড়া, আছে ২ জন ক্লাউন বা জোকার। আগে সার্কাসে বাঘ-সিংহের খেলা দেখানো হত। ২০০১ সাল তা আইন করে বন্ধ করে দেওয়ায় বর্তমানে পশু-পাখি বলতে ঘোড়া, উট, পাখি, কুকুরদের নিয়ে খেলা দেখানো হয়। তবে এইবারের সার্কাসের মুখ্য আকর্ষণ হল 'মণিপুরী ট্রুপ'। ৮টি ছেলে ও ৪ টি মেয়েকে নিয়ে তৈরি এই ট্রুপ এইবারের সার্কাসের নিঃসন্দেহে একটি বাড়তি আকর্ষণ। অসীমবাবু জানান, যেহেতু সার্কাসের জনপ্রিয়তা এখনও বর্তমান ও সারা রাজ্যেই সারা বছর এই সার্কাস দেখানো হয় তাই সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত কলা-কুশলীবৃন্দ অন্য কোথাও অন্য কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। তাঁরা সারা বছর সার্কাসই দেখান। তাঁদের পারিশ্রমিক নূন্যতম প্রায় ৬০০০ টাকা। এর সঙ্গে থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা খরচ কোম্পানি পৃথকভাবে বহন করে। এই বিশ্বায়নের যুগে ইলেক্ট্রনিক্স মডেলের দাপটের সামনেও সার্কাস তার অতীতের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পেরেছে বলে অসীমবাবু জোর দিয়ে বলেন।

মাঙ্গলিকী

নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন

শ্রেয়সী ঘোষ : রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'–এর দক্ষিণ কলকাতা শাখা আয়োজন করেছিল বিবেকানন্দের বাড়ির রামকৃষ্ণ মঞ্চে সারাদিন ব্যাপী ২৭তম সাহিত্য সম্মেলন। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করলেন ডাঃ বিবেক দত্ত। সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন শ্রীমৎ স্বামী পুর্নাত্মানন্দজী মহারাজ। বাংলা ভাষার যে দৈন্য দশা চলছে সে সম্পর্কে মহারাজ সবাইকে সতর্ক ও সজাগ থাকতে বললেন। তিনি এই উপলক্ষে 'সাহিত্যশ্রী' বার্ষিক পত্রিকাটিরও উদ্বোধন করলেন। প্রধান অতিথি বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে শ্রোতাদের ক্ষুব্ধ করলেন। সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন ডাঃ দীপঙ্কর সরকার। 'সার্ধ শতবর্ষের আলোয় ভগিনী নিবেদিতা' এই প্রসঙ্গে বললেন ড. পল্লবী বসু দত্ত। 'বিশ্ব সঙ্গীত ও বিবেকানন্দ' এই প্রসঙ্গে গান সহযোগে বক্তব্য রাখলেন, ড. সর্বানন্দ চৌধুরী। তিনটি গান পরিবেশন করলেন সত্যকাম সেন। নিবেদিতা ও বিবেকানন্দকে নিয়ে শ্রুতি নাটক পরিবেশন করলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। 'বিবেকানন্দ ও বাদ্যসঙ্গীত' এই শিরোনামে যে অনুষ্ঠানটি হল তাতে সরোজ বাজালেন দীপঙ্কর চৌধুরী, সন্তুর বাজালেন দিশারী চক্রবর্তী এবং মৃদঙ্গ বাজালেন নিশান্ত সিং। চারটি পর্বে বিভক্ত এই সারাদিন ব্যাপী সম্মেলনের শেষ দুটি পর্বের সভাপতি ছিলেন ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলকাতা শাখার সভাপতি প্রদীপ গুহ ঠাকুরতা। অনুষ্ঠানের দিনটি ছিল ২৫ ডিসেম্বর।

সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতার পরিচয় দিতে উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সল্টলেকে 'ভারতীয়ম কালচারাল মাল্টিপ্লেক্স'–এ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ১ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠান হয়। প্রতিদিন বিকেল চারটে থেকে খোলা আকাশের নীচে ঢোল ও বাঁশির সঙ্গে দলবদ্ধভাবে ছৌ, সম্বলবুরী, বিহু, বাধাই–নরতা, কাশ্মিরী নাচ, ময়ূর নাচ ও সিদ্ধিগোমা পরিবেশিত হয়। লোকসংগীতের তালে তালে দর্শকদের সকলেরই পা–হাত–হৃদয় সবই যেন অজান্তেই আন্দোলিত হয়। সন্ধ্যা ৬টা থেকে হলের ভেতর পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে প্রতিদিন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ঐতিহ্যবাহী ক্ল্যাসিকাল, আধুনিক ও লোক গান–নাচ–নাটক পরিবেশিত হয়। এছাড়া হরবোলা, ম্যাজিক, বাউল, বহুরূপী, পুতুল নাচ তো ছিলই। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের .....। অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আমরা মূলত সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন করতে চেয়েছি। ঐতিহ্যবাহী, লোক ও আধুনিক নৃত্য ও সংগীতের পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে একটা ক্যালাইডোস্কোপিক উপস্থাপনা চেয়েছি।'

২৪ ডিসেম্বর : ওস্তাদ রশিদ খান সন্ধ্যার রাগ 'বেহাগ' বাজান।

আর সরদের ওস্তাদ সাকির খান বিভিন্ন রাগ ছাড়াও পাহাড়ি ধুন বাজান। তার সঙ্গে অসামান্য সঙ্গত করেছেন দীপক কুমার চক্রবর্তী।

২৬ ডিসেম্বর : শর্মিলা বিশ্বাস ও তাঁর ট্রুপের ওডিসি নৃত্য পরিবেশন কেলুচরণ মহাপাত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। শর্মিলা বিশ্বাসের একক পরিবেশনে 'কথা সূপর্ণখা' নতুনভাবে রামায়ণের সূপর্ণখাকে চিনতে শেখায়। তাঁর দলের কৃষ্ণেন্দু সাহার নৃত্য অসামান্য। দলের প্রত্যেকের নাচ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়।

২৮ ডিসেম্বর : মমতাশঙ্কর ব্যালে ট্রুপের 'অমৃতস্য পুত্র'

চরম সত্যকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। বিশ্বে যত হানাহানি হোক না কেন মানুষ তা অতিক্রম করতে পারে কারণ সে অমৃতের সন্তান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাচের আঙ্গিকের সংমিশ্রণ, অপূর্ব মিউজিক, আলোর ব্যবহার সবকিছু মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য দর্শককে মোহিত করে রাখে।

মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের 'বুদ্ধচরিত' গৌড়িয় নৃত্যের আঙ্গিকে, অনিতা শর্মা সত্রীয় নৃত্যে ও ভি. আর ভেঙ্কিট কথাকলি নৃত্যে ধীর লয়ে হলেও আলাদা ঘরানার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমহিমায় তাঁদের নৃত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

কত্থক নৃত্যে ডঃ মালবিকা মিত্র ও মণিপুরী নৃত্যে প্রীতি প্যাটেল তাঁর ঐতিহ্যবাহী ঘরানাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

২৭ ডিসেম্বর : শ্রাবণী সেনের কণ্ঠে 'কার মিলন চাও বিরোহী' ও 'ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী একা একা' ভাল লাগে।

শ্রীকান্ত আচার্যের কণ্ঠে 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' ও 'আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে আন্তরে আছ তুমি' বেশ লাগে।

৩০ ডিসেম্বর : পরশুরামের গল্প 'ভূষন্ডীর মাঠে' অবলম্বণে কল্যাণ সেন বরাটের ক্যালকাটা কয়্যারের ভূতের নাটক ছোটবড় সকলেই দারুণ উপভোগ করেন। অপূর্ব পরিবেশন। কল্যাণ সেন বরাট কথা দিয়েছিলেন এ নাটক দেখার পর সকলেই আনন্দের সঙ্গে হাসতে হাসতে বাড়ি যাবেন। বাস্তবে তার ব্যাতয় হয়নি।

১ জানুয়ারি : অভিজিত বসুর কণ্ঠে 'ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন', 'সোহাগ চাঁদ বদনি ধনী নাচত দেখি' ও অন্যান্য গান সকলেই দারুণ উপভোগ করেন।

পূর্ণদাস বাউল ও হৈমন্তী শুক্লা দর্শকদের মাতিয়ে দেন তাদের নিজেদের দক্ষতায়।

মোহনামুখী নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন বড়দিনের উৎসবের আনন্দের বিভিন্ন উৎস হয়ে ওঠে বিভিন্ন মেলা। আর বাঙালির মনোরঞ্জনের একটি বিশেষ পছন্দের বিষয় হলো নাটক। কলকাতার সমকালীন সংস্কৃতি নামক একটি সংগঠন গত ২৬–২৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতা রাসবিহারীস্থিত তপন থিয়েটার মোহনামুখী নাট্যোৎসবের আয়োজন করে। কিংবদন্তী নাট্য ব্যক্তিত্ব নাট্যকার অভিনেতা উৎপল দত্তের স্মরণে এই উৎসবের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার চন্দন সেনসহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব। উৎসবের প্রথম দিনে সুদীপ্ত সরকারের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তী। নাটকের সকল কলাকুশলীদের সাবলীল অভিনয় নাটকটি দর্শকমন জয় করতে সহজ হয়ে যায়। বিশেষত বনমালীর জন্য দেবাশিস দাস ও নাম ভূমিকায় প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন অভিনেত্রী মৌমা নস্করের অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। তনিমা দাস সরকারের সঙ্গীত বেশ মনোমুগ্ধকর।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন

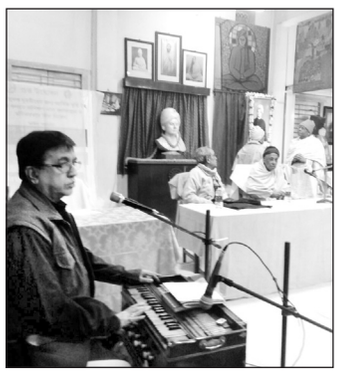

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্মতিথি উৎসব পালিত হল শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে গত সোমবার ৮ জানুয়ারি। এই উপলক্ষে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করলেন বেদান্ত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দজী। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণের উপর গুরুত্ব দিলেন। সম্মাননীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। তিনি জোর দিলেন আদর্শ ভারত গড়ার জন্য, যে পথ বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. সুভাষ সাহা বিবেকানন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে বুদ্ধদেবের প্রভাব নিয়ে বললেন। অণুগল্পের সূচনা এবং উপভাষা প্রয়োগে বিবেকানন্দের অবদান বিষয়ে বললেন অধ্যাপক ড. কাননবিহারী গোস্বামী। অধ্যাপক সমীর কুমার বসু ছিলেন প্রথম বক্তা। 'জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর', 'তুঝসে হামনে দিলকো লাগায়া', 'প্রভু ম্যায় গোলাম' এই তিনটি গান গেয়ে ভক্ত শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ সমগ্র অনুষ্ঠানের সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটিও তিনিই সম্পাদন করলেন।

পৌষের শীতে নব পর্যায় 'ব্যঙ্গমা'র উষ্ণ সন্ধ্যা

ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য : 'ব্যঙ্গমা' পত্রিকার নভেম্বর, ২০১৭ সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষ্যে গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৭ 'ব্যঙ্গমা'র মাসিক মজলিশ জমে উঠেছিল গল্পে–গানে–ছড়ায়–কবিতায় এবং চমকপ্রদ ম্যাজিকে।

সভার সুরুতে সম্পাদক ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য গেয়ে শোনান তাঁরই রচিত এবং সুরারোপিত থীম–সং : 'ব্যঙ্গ থেকেই ব্যঙ্গমা নাম...'। তিনি ডেকে নেন রণবীর কুমার দে–কে ছড়া ও কবিতা পাঠের জন্য। এরপর গৌতম রঞ্জন বসু শোনান একটি ব্যঙ্গধর্মী দীর্ঘ ছড়া, যাতে রাজনীতির গন্ধ থাকায় বেশ উপভোগ্য হয়েছিল বটে কিন্তু তর্ক বিতর্কও শুরু হয় লেখাটি নিয়ে। অন্যান্য যে সব কবি নিজেদের রচনা শোনালেন এই সভায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, বিউটি পাল ও তারাশঙ্কর দত্ত। কেয়া দাস বিশ্বাস সুন্দর আবৃত্তি করলেন অন্য এক কবির লেখা হাট্টিমাটিম সম্পর্কে অজ্ঞাত কাহিনি যা কয়েকদিন আগেই হোয়াস্ অ্যাপে ভাইরাল হয়েছিল। পিনাকী শঙ্কর চৌধুরির মজার দীর্ঘ ছড়াটি রসপাষণ্ড'র সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

ব্যঙ্গ–গল্প লেখায় অসিত চট্টোপাধ্যায় রীতিমত সিদ্ধহস্ত, সেকথা তিনি আবার প্রমাণ করে দিলেন একটি অনবদ্য গল্প পাঠ করে। এ গল্পে ব্যঙ্গের লক্ষ্য সাহিত্য পুরস্কার–এর পশ্চাতের ঘটনা। শেফালি সরকারের কৌতুকময় অণুগল্প 'ধারে যান' ও বেশ লাগল শ্রোতাদের।

কলকাতা প্রেমী সাহিত্য মনোভাবাপন্ন, বরিষ্ঠ ইংরেজ জাদুকর রণ চ্যাটবার্ণ আসরে আসেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে। তিনি একটি ইংরেজি কৌতুক কবিতা পাঠ করলেন। গান ছাড়া কি আসর জমে? কখনোই না। এ সন্ধ্যার গায়িকারা ছিলেন বন্দনা দত্ত, রিতা বোস এবং সুজাতা দে। এছাড়া ছিল সুখ্যাত কবি দীপ মুখোপাধ্যায়ের পাগল বিষয়ক উপভোগ্য রম্যরচনা; সহ সম্পাদক অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাঙালির পেটপুজো নিয়ে সরস রচনা; শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মনীষীদের টুকরো কথা তার মধ্যে কিছু কিছু হোয়াস্ অ্যাপে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। বর্ষীয়ান মোহিত গুপ্তর পুরনো দিনের স্মৃতিচারণা ও সেই প্রসঙ্গে কিছু গান সকলের মন কাড়ে। কিন্তু এ সন্ধ্যার আসর জমজমাট করলেন জাদুকর তথা সাংবাদিক প্রিয়ম গুহ। পরপর তিনটি খেলা দেখিয়ে তিনি আসর মাত করলেন।

পরিশেষে কিছু সুন্দর কৌতুকী ও মজার কথা শোনালেন জয় ভট্টাচার্য। যা কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর মতন কানে বাজল। এছাড়াও সৌমেন মিত্র যে কৌতুক পরিবেশন করলেন বা লুঙ্গি পড়ে মাথায় টুপি দিয়ে যে ভাড়ামো করলেন তা নব পর্য্যায়ে ব্যঙ্গমার আসরকে উজ্জ্বল করে কি? অতীতে বহু মানুষই বা কমেডিয়ানদের আমরা দেখেছি হাসাতে কিন্তু তাদের মধ্যে যে হিউমারাস ব্যাপারটা ছিল বা রসবোধ ছিল তা সাহিত্য তৈরি করে দিয়ে গিয়েছে। আসরের সমাপ্তি ঘটে ড. অরুণোদয় ভট্টাচার্যের স্বরচিত প্যারডি দিয়ে।

চারটি পত্রিকার মহামিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি হলদিয়া থেকে : হলদিয়া সিটি সেন্টারের কিয়দ্দূরে ক্ষুদিরাম কলোনির মহানন্দ ভবনে (হাতিবেড়িয়া গ্রাম) সারাদিন ব্যাপী সাহিত্যপ্রেমীদের আড্ডা চলে। চলতি ইংরেজির ২৪ তারিখের সভায় ছিলেন প্রখ্যাত ৪টি পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী, যথাক্রমে হলদিয়া, বন্দরের দুর্গাপদ মিশ্র, শিল্পবন্দরের বীরেন্দ্রদাথ মাইতি, সংলাপের ভূতনাথ পাণিগ্রাহী প্রমুখ। হলদি বাণী পত্রিকার সম্পাদক অশোক কুমার আচার্যের পিতৃগৃহে বেশ আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠানটি সুমার্জিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। ভজন এবং আধুনিক চলচ্চিত্রের গানে ও তাৎক্ষণিকভাবে দুই মহিলা গায়িকা সভাকে বিশেষ মাত্রায় যোগযুক্ত করেন।

অশোক বাবুর পিতৃদেব মহানন্দ আচার্য মহাশয় তাঁর স্নাতক পৌত্রীর অতিথিদের বরণ শেষে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ অধ্যায়ের স্মৃতিচারণ এবং সাহিত্যিক অমিয় কুমার অধিকারী গীতার গান এবং প্রেমানন্দ দাসের পদাবলী বীণা বাদনে পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে আয়োজন হলদি বাণী পত্রিকা সম্পাদক অশোক কুমার আচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন ১৯৮৩ সালে পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটলেও সেসময় থেকে তাকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় দফায় ২৪ ডিসেম্বর ১৭তে নূতনভাবে প্রকাশ পেল। বহুজন সমাদৃত সাহিত্যিক ভূতনাথ পাণিগ্রাহী এবং মানুষের গুণের মহত্ব প্রচারে আজও যিনি সদাজাগ্রত রামপদ বাবু এবং বহু সংস্কৃতি বিদগ্ধজনদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ডাক্তার কন্যা অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা এবং রাজ্যপাল কর্তৃক পুরস্কৃত শুক্লারাণী প্রামাণিক (মাইতি)কে, বীরেন্দ্রনাথ মাইতি প্রাক্তন শিক্ষক তথা সম্পাদককে আর মহানন্দ আচার্য মহাশয় প্রমুখ তিন ব্যক্তিত্বকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন বৃক্ষপ্রেমী দিলীপ কুমার পাত্র তাঁর ভাষণে পরিবেশদূষণ সম্পর্কিত বিশেষ তথ্য দ্বারা সকলকে দূষণমুক্ত পরিবেশ রাখার জন্যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর প্রয়াসে তৎপর হন। কবিকূলের সুকুমার মিস্ত্রী, আশিস মিশ্র এবং বিদগ্ধজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সর্বসাধারণের প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পশুপতি দেবনাথের 'স্বাধীনতা অর্থহীন' কবিতাটি নিজমুখে ধ্বনিত হয়। অন্তরা আচার্যের পরিচর্চায় এবং বীরেন বাবুর সঞ্চালনায় সকলে আপ্লুত।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮

পরিচালনায় ঃ মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ৭ জানুয়ারি, ২০ ও ২৩শে জানুয়ারি ২০১৮

৭ই জানুয়ারি, ২০১৮–প্রতিযোগিতার স্থান– রোটারি হল ৫৫/১ ভূপেন বোস এভিনিউ, (স্টার্লিং হাসপাতালের উপরে) কলকাতা –৭০০০০৪

বিষয়–ভজন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভজনের কথা ও সুরের জন্য দেখুন www.aamibodh.org–এর Competition বিভাগ

হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে, প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন শান্তনু দাস (৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭)

২০শে জানুয়ারি, ২০১৮–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১০টা – **বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)**
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৮–এ)

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**
বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়, (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৮–এ)
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক রবীন্দ্র নৃত্য,** বিভাগ : সর্বসাধারণ।

বৈকাল ৪টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য,** বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৮–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**
বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–গ (৯ এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৮–এ)
আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫
সুভাষ দাস – ক্যানিং – ৯৭৩২৬৯৭৩৭৩,
মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,
কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১
অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০
মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬
কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭– ০৩৩ ২৪৭৯৮৫৯১

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৮ বৈকাল–৪টায়।

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

আমতায় প্রগতি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উদং–র শীতলাতলায় প্রগতি মেলা হল, সপ্তাহকালীন বেশ ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করেই ১৫ থেকে ২০ ডিসেম্বর এই মেলার আয়ু ছিল। আমতা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদং–এ একাদশ বর্ষে পদার্পণ করে, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। পরিচালনার ভূমিকায় হাওড়া মঙ্গলদীপ শিশুকল্যাণ সমিতি।

মেলা প্রাঙ্গণে আগত ব্যবসায়ীর দল বেচাকেনাতে খুশি নয়, তার প্রমাণ মেলে ১৯ ডিসেম্বর আলিপুর বার্তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। বিভিন্ন ধরনের মনোহারী, বুক স্টল, খাবারের (ফাস্ট ফুড) দোকান, নাচ–গান, রুচিসম্মত আধুনিক গানে নৃত্যের প্রতিযোগিতায় এক আলাদা মাত্রাকে যোগ করে। জানা যায় উদ্বোধন প্রাক্কালে 'বৃক্ষমিত্র' পুরস্কার প্রদান, যোগব্যায়াম, কৌতুক নাটিকা, সেরা দিদি প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ, স্লাইড শো, ম্যাজিক, মেডিক্যাল ক্যাম্প এবং পরিবেশ বিষয়ক ভাবনা–চিন্তায় রেখাপাত করা হয়। হাওড়ার নুন্টিয়া, বেনাপুর এবং ঘাটাল থেকে স্টল নিয়ে এসেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত পাত্র, লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক, সাফি খাঁ। ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোতে দেখা গেল সাড়ম্বরে খবরের কাগজে মোড়কে এগরোগ বিক্রয় হচ্ছে বিনা দ্বিধায়। ১৮ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঞ্চালিকা ছিলেন সঞ্চয়িতা কাঁড়ার। বুক স্টল থেকে সায়ন দে–র সম্পাদনায় 'নবযুগের কণ্ঠ'–এর চতুর্থ সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষের ডিসেম্বর সংখ্যাটিও হস্তগত হয়।

বালিতে চারুকলা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ থেকে ২৫ ডিসেম্বর বালি সাধারণ গ্রন্থাগার এবং সৌমেন চারুকলা পর্ষদের যৌথ পরিচালনায় হয়ে গেল চারুকলা উৎসব। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। ছিল ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, অঙ্কন, ফটোগ্রাফি, একাঙ্ক নাটক প্রভৃতি প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা। সমস্ত অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিল ভারত সরকারের শিল্প সাংস্কৃতিক বিভাগ।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

প্রোটিয়াদের দাপটে প্রথমেই ব্যাকফুটে ভারত

অরিঞ্জয় মিত্র

নিজেদের চেনা পিচ ও বাউন্সি উইকেটে ভারতকে সহজ জায়গা দেবেন না যে প্রোটিয়ারা তা একরকম নিশ্চিত ছিল। তার ওপর বুমবুম ডেইল স্টেইন দীর্ঘদিনের চোট সারিয়ে ফিরছেন এটা নিশ্চিতভাবে বড় খবরও হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। এর সঙ্গে রয়েছে এবি ডিভিলিয়ার্স ও অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিদের বড় ইনিংস গড়ে তোলার কাজ। এসব ঠিকঠাক করতে পারলে ভারতকে যে কঠিন লড়াই সামলাতে হবে, এটা বলার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাও প্রথম টেস্টে ভারত যে লড়াইটা দিয়েছে তা কোনওমতে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারতের ছক পুরোপুরি ভেস্তে দিয়েছেন নয়া প্রোটিয়া তারকা ভার্নন ফিল্যান্ডার। বস্তুত মর্কেল ও স্টেনের (তাও এ ম্যাচে অর্ধেক স্টেনকেও পাওয়া যায়নি) সঙ্গে খেপে খেপে জুটি বেঁধে ও রাবাদার সঙ্গে যুগলবন্দি করে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ডই ভেঙে দিয়েছেন ফিল্যান্ডার। তাও বৃষ্টির জন্য একটা গোটা দিন বরবাদ হওয়ায় মাত্র ৪ দিনে পরিণত হয়েছিল কেপটাউন টেস্ট। এই অল্প সুযোগেই বাজিমাত করে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতে গিয়ে স্পিনিং ট্র্যাকে নাস্তানাবুদ হওয়ার দুঃখ পুরোপুরি ওসুল করে নিল ডিভিলিয়ার্স-ডুপ্লেসিরা। আর বাকি কাজটা তো করে দেখিয়ে দিলেন ফিল্যান্ডার। বস্তুত সেঞ্চুরিয়নে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে তাই টিম কোহলি এখন ফিল্যান্ডার নামক মারণ অস্ত্রের ওষুধ খুঁজছে জোরকদমে।

ভারতের পক্ষে বলার মতো অনেক ইতিবাচক ঘটনাও ঘটেছে

প্রথম টেস্টে। যা নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় টেস্টের আগে নিজেদের ল্যাবে কাটাছেঁড়া করে দেখে নেবেন কোহলি-শাস্ত্রী জুটি। প্রয়োজনে রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ানকে বসিয়ে অজিঙ্কে রাহানে ও কে এল রাহুলকে খেলানোর মাস্টার প্ল্যান ইতিমধ্যেই ছকে নিয়েছেন তাঁরা। এখানে বক্তব্য একটাই, ভারতের মাটিতে চেনা পিচে ঝুরি ঝুরি রান করা, আর বিদেশের বাউন্সি শক্ত পিচে রান করা এক নয়। এক্ষেত্রে টেকনিকটা অসম্ভব বেশি কাজ করে। আর এদিক থেকে রাহানে-রাহুল যে বিদেশের মাটিতে আগের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক এগিয়ে একথাও অনস্বীকার্য।

যে তকমাটা নিয়ে এতদিন আলোচনা করছিলেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে প্রথম টেস্ট হারার পর তারাই যেন উঠেপড়ে লেগেছেন টিম ইন্ডিয়াকে তুলোধনা করতে। অস্বীকার করার নেই যে ভারতের মাটিতে পরের পর সিরিজ জেতার পর দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েই এই ফলাফল নিশ্চিতভাবে হতাশ করেছে ভারতীয় সমর্থকদের। তাই সেই বহুল পরিচিত তকমা বা প্রবাদ ঝুলি থেকে বেরোতে শুরু করেছে। দেশের মাঠে হিরো আর বিদেশের মাঠে জিরো। এও বলা যায় ঘরের মাঠে বাঘ যেন বাইরের মাঠে নেহাত গোবেচারা কোনও জীব। ভারতীয় ক্রিকেট টিম সম্পর্কে বহুদিন ধরেই এই প্রবাদ চালু আছে। এই অপবাদ হজম করতে হয়েছে গাভাসকার, কপিলদেব, আজহার, শ্রীকান্ত,শচীন, সৌরভ, রাহুল দ্রাবিড় মায় মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। আগের দিনের ক্যাপ্টেনদের এমন অনেক মন্তব্য শুনতে হয়েছে, যা তুলে ধরে বিদেশের মাটিতে তাঁরা আদৌ সফল হন নি। কথাটা যেমন পুরোপুরি সত্যি তা যেমন নয়, ঠিক তেমনই মিথ্যা বলে একে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এর আগে আজহারের আমলে বা তাঁর পূর্বসূরীদের অধিনায়কত্বকালে দেশের মাটিতে পাটা উইকেট বা ঘূর্ণী পিচে দেখা যেত ভারত সিরিজের পর সিরিজ জিতছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু সেই একই দল যখন বিদেশ সফরে যাচ্ছে তখন তাঁদের কেমন যেন ল্যাজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে। যার ফলে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে বিপক্ষকে হোয়াইট ওয়াশ করার পর বিদেশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখা যেত টিম ইন্ডিয়াকে। বস্তুত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক হওয়ার পর পাকিস্তানের মাটিতে সিরিজ জয় বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অজিদের হারানো এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে তা এই ধারনা খানিকটা হলেও বদলে দিতে থাকে। বহুদিন পরে যেন পালটা মার দিতে শিখল ভারত। এটা যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরাট অবদান, যার জেরে গড়ে ওঠে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট। যা নানা প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষি, পৃথক আহারাদিতে বিশ্বাসীদের এক কমিউনে নিয়ে আসে। এর সুফল যে ভারত কতটা কুড়িয়েছে তার প্রমাণ বিশ্বকাপ সহ একের পর এক জায়গায় সাফল্য আসা। সৌরভ যে বীজের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন তার অঙ্কুরোদগম ঘটে মহেন্দ্র সিং ধোনির আমলে। যার ফলে দীর্ঘদিন পর বিশ্বকাপ পায় ভারত।

অথচ বিরাট কোহলি শুধু দুনিয়া কাঁপানো ব্যাটসম্যানই নন, একজন বড় মাপের অধিনায়কও বটে। বিশেষত তাঁর জয়ধ্বজা ওড়ানোর স্বভাব অনুপ্রাণিত করে পুরো ভারতীয় দলকে। টিম ইন্ডিয়ার প্রতিটি খেলোয়ার তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাছাড়া কোহলি এখন সেই ক্যাপ্টেন যাঁর নেতৃত্বে একটানা ৯টা সিরিজ জিতেছে ভারত। ভারতের এই বিজয়রথের নিচে চাপা পড়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ওয়েস্টইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মতো দল। ক্যারিবিয়ানদের তো আবার তাঁদের দেশের মাটিতে দু-দুবার হারিয়েছে টিম কোহলি। বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে খালি হারানো নয় নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে পরাজিত করা নয়, রীতিমতো ল্যাজেগোবরে করেছে ভারত। আর এ সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে কতটা চার্জড হয়ে রয়েছে এই দল। সেজন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে তাদের দেশের মাটিতে গিয়ে যোগ্য টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। কিন্তু প্রোটিয়াদের মাটিতে শুরুটা মোটেই আশাব্যাঞ্জক হল না।

যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বাংলা ২ দিন ব্যাপী যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বেহালা গার্লস হাই স্কুল প্রাঙ্গণে। পরিচালনায় অনন্ত মান্না স্মৃতি যোগাসন কেন্দ্র সহযোগিতায় ওঁ অষ্টাঙ্গ যোগ ফিজিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সাউথ কলকাতা) ৫ বছর বয়স থেকে ৬০ উর্দ্ধ পর্যন্ত এবং প্রতিবন্ধী বালক বালিকা কিশোর কিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মহিলা নিয়ে প্রায় ৪০০ জন অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন বয়সের এবং প্রতিবন্ধী প্রতিযোগী নির্দিষ্ট আসনের মধ্যে যে কোন তিনটি আসন ও একটি কঠিন ঐচ্ছিক আসন প্রশ্ন করেন। টান টান উত্তেজনা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী, জাতীয় সম্পাদক রাজীব বটব্যাল ,সভাপতি বেঙ্গল কাশীনাথ দাস, শ্রী পার্থ দাস, রাজেশ রাজ, বিশ্বনাথ দাস, লাল্টু পাত্র, সত্যজিৎ শীল, আবদুল রসিদ, সায়রাবানু প্রমুখ। এরা সকলেই O.A.Y.P.A of Bengal-এর সঙ্গে যুক্ত। প্রতিবন্ধীদের যোগাসন প্রদর্শন সকলকে মুগ্ধ করে। ৩৫ উর্দ্ধ মহিলাদের মধ্যে একজন তৃতীয় হন নাম জয়িতা চক্রবর্তী। উনি বেহালা গার্লস মাধব স্মৃতি পুরস্কার মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন অনন্ত মান্না শ্রী অচিন্ত মুখার্জি, ডঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রমানিক ও প্রবীন বিচরকগণ সমগ্র অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় ছিলেন গোপাল মান্না ও মানিক মান্না।

বড়িয়া ফুটবল সুপার লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিংঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের বড়িয়ায় দীর্ঘপ্রায় দুমাস ধরে চলা বড়িয়া ফুটবল লিগ শেষ হল রবিবার। এদিন বড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত বড়িয়া ফুটবল লিগ-এর ফাইনালে বড়িয়া সুন্দরবন শ্যামাশ্রী সংঘ ও বড়িয়াপুকুর পাড়া আদিবাসী মিলন সংঘের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ফাইনালে বড়িয়া শ্যামাশ্রী সংঘ ২-১ গোলে জয়লাভ করে। ৮ টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পান জয়ী দলের নৃপেন সরদার,সেরা গোলকিপার হন কিংকর সরদার,লিগের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পান রূপম সরদার। এদিই জয়ী ও বিজয়ী দলের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন সমাজসেবী অমৃত সরকার,দুলাল চন্দ্র মাহাতো।

ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর,বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল একাডেমির সচিব দেবাশীষ বৈরাগী,কালীপদ সরদার,কোচ অসীম কয়াল,রতন সরদার,দুলাল চন্দ্র মাহাতো সহ বিশিষ্টরা।

উল্লেখ্য বড়িয়া ফুটবল লিগ শুরু হয়েছিল গত ১২নভেম্বর।

ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা ও ব্রোঞ্জ জয় কোন্নগরের অর্কদীপ হালদারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে কুমিতেতে সোনা ও কাতায় ব্রোঞ্জ জয়। সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন বাংলার উঠতি খেলোয়াড় অর্কদীপ হালদার। কলকাতাতে সদ্য আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন অর্কদীপ। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তীর ছাত্র অর্কদীপ সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। অথচ মাত্র পাঁচবছর আগে ২০১২ সালে কোন্নগরের সেরাফিমসে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি অর্কদীপের। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।

মাত্র প্রায় পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণেই ২০১৩ সালে ভদ্রেশ্বরে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা। ২০১৫ সালে কোন্নগর নবগ্রাম বিদ্যাপীঠে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা, ওই বছরই সারা বাংলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতিতে সোনা (২০১৫ সাল), ২০১৭ সালে নবগ্রাম উৎসবে রূপো ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে অর্কদীপের ঝুলিতে। এবার সদ্য আয়োজিত এই রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে ও কাতায় দুরন্ত জয়। ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন অর্কদীপ। এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের নিরিখে অর্কদীপ চলতি বছরে জাতীয়স্তরে আয়োজিত হতে চলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগও পেয়েছেন। কোন্নগরের নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের ছাত্র অর্কদীপ হালদার কোন্নগরে থাকেন। পরিবারে রয়েছেন বাবা শঙ্কর হালদার, স্ট্যাম্প তৈরি করার কাজ করেন, মা নীলিমা হালদার গৃহবধূ, ঠাকুমা, কাকা,কাকিমা ও এক খুড়তুতো ভাই। অর্কদীপের প্রিয় বিষয় ভৌত বিজ্ঞান। ক্যারাটের পাশাপাশি অর্কদীপের প্রিয় খেলা ফুটবল। প্রিয় ফুটবলার মেসি। ক্যারাটেতে তাঁর আদর্শ কে এই প্রশ্নের উত্তরে অর্কদীপের চটজলদি উত্তর,'' প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার আমার আদর্শ। তাঁর মত হতে চাই। ভবিষ্যতে ক্যারাটে শিখে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চাই। অর্কদীপের কথায় প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তীর জন্যই ক্যারাটেতে আজ তিনি এত সফল হতে পেরেছেন। অর্কদীপের সাফল্যের পেছনে মূলত তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা চক্রবর্তীর এঁদের দুজনের অবদান অনস্বীকার্য।''

জয়ী রিষড়া হকি ট্রেনিং সেন্টার

রিম্পি ঘোষ: রিষড়া মোরপুকুরের কানাইপুর শ্রীগুরু উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে রিষড়া থানার উদ্যোগে ও রিষড়া হকি ট্রেনিং সেন্টারের সহযোগিতায় ছেলে ও মেয়েদের দুদিনব্যাপী হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিয়ান গুরুবক্স সিংহ, কমিশনারেটের সিপি অজয় কুমার প্রমুখ। উভয় বিভাগে প্রায় ৮ টি করে দল অংশগ্রহণ করে। ছেলেদের বিভাগে এজি বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয় ও রানার্স হয় চন্দননগর কমিশনারেট। মেয়েদের বিভাগে বিজয়ীর শিরোপা লাভ করে রিষড়া হকি ট্রেনিং সেন্টার ও রানার্স হয় বেহালার জাগৃতি। ছেলেদের বিভাগে এজি বেঙ্গল ৭ - ২ গোলে বিজয়ী হয়। জোড়া হ্যাটট্রিক করেন সঙ্গম সিংহ ও সুরিন্দর সিংহ। মেয়েদের বিভাগে রিষড়া হকি ট্রেনিং সেন্টার ১ - ০ গোলে বেহালার জাগৃতিকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়। জয়সূচক গোলটি করেন কাজল লাকরা। ছেলেদের বিভাগে সঙ্গম সিংহ ও মেয়েদের বিভাগে কাজল লাকরা সেরা খেলোয়ারের পুরস্কার পান।

অন্যদিকে শ্রীরামপুর থানার উদ্যোগে বেলুমিল্কি এলাকাতে সম্প্রীতি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬ টি প্রতিরোধ বাহিনীকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে টাইব্রেকারে শ্রীরামপুর থানা জয়ী হয়। রানার্স হয় উত্তর পিয়ারাপুর প্রতিরোধ বাহিনী।

নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রত্যন্ত সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিকশিত হয়েছে ফুটবল খেলা। সেই ঐতিহ্যকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্য নিয়ে ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি ও মাতলা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত আয়োজিত এবং মিঠাখালি প্রতিলিপি সংঘের উদ্যোগে গত ৩০ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল ৮ দলের এক নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। যার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন ফুটবলার রহিম নবী। রবিবার ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুল মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ক্যানিং নিউস্টার ক্লাব ও সাতমুখী প্রিয়া সংঘের মধ্যে। ফাইনালে নিউস্টার ক্লাব ১-০ গোলে জয়লাভ করে।

এদিন বিজয়ীদল কে পুরষ্কার স্বরূপ চাঁদমনি দাস ও রিহারীলাল দাস স্মৃতি ট্রফি,নগদ একলক্ষ টাকা ও একটি মোটর বাইক উপহার দেওয়া হয়। রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি,একটি মোবাইল ও ৮০ হাজার টাকা পুরষ্কার দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন রানার্স দলের বাপোস। ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস,মাতলা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা,উত্তম দাস সহ বিশিষ্টরা

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

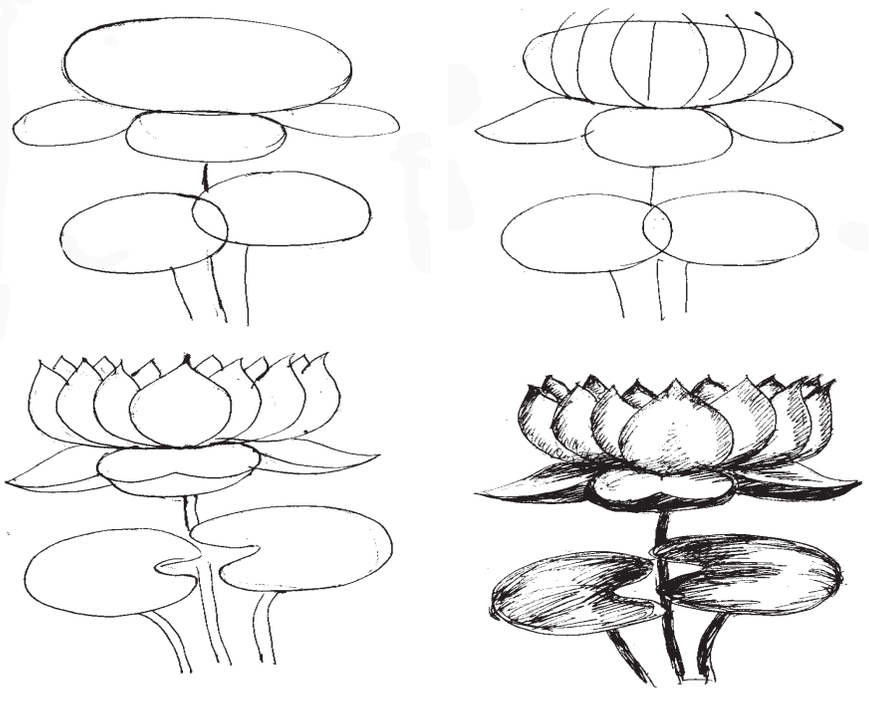

গোলদাতা

ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

খেলার আগে খেয়েছিলাম
অল্প নুন আর ওল
সংগে ছিল ধনেপাতা
আর পাবদামাছের ঝোল;
খেলার মাঝে হঠাৎ কারা
চেঁচায় হরিবোল
চেঁচিয়ে বলে
মারব চাঁটা
নাদিলে তিনগোল;
অমনি হঠাৎ পাল্টে গেল
মাঠের ঢিমে ভোল
সমস্বরে গ্যালারি চেঁচায়
চাই কাঁপানো গোলে;
গোলকিপারকে টেনে নিয়ে
তোল কাটে তোল-
এনথ্যু পেয়ে দিয়ে এলাম
পাঁচ পাঁচটা গোল।

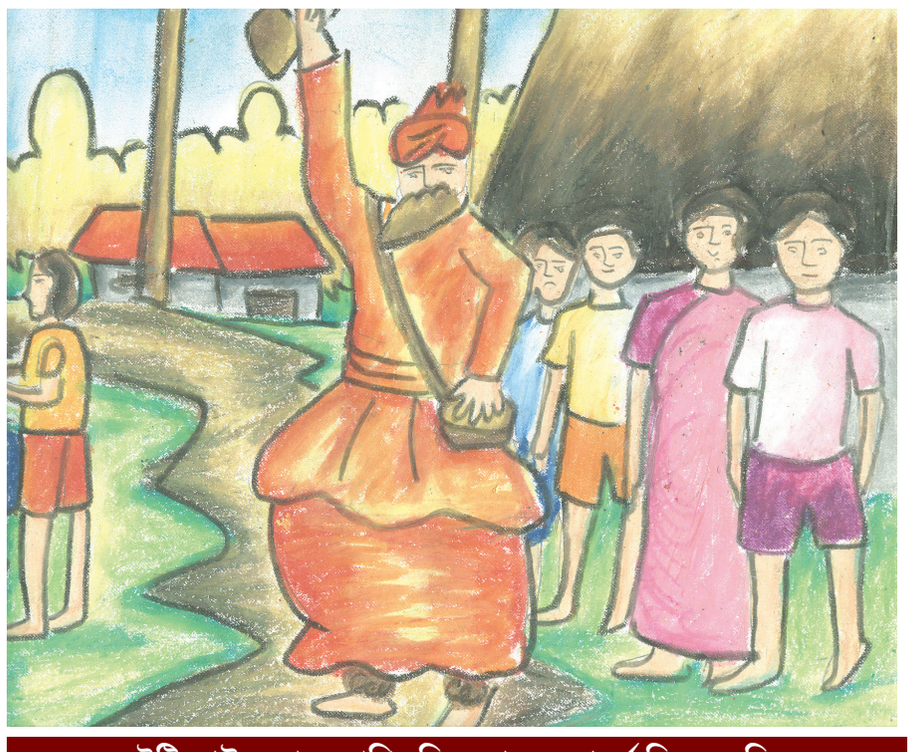

সুইটি সাউ, দশম শ্রেণি, বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com